যাদুর বাঁশি

শফীউদ্দীন সরদার

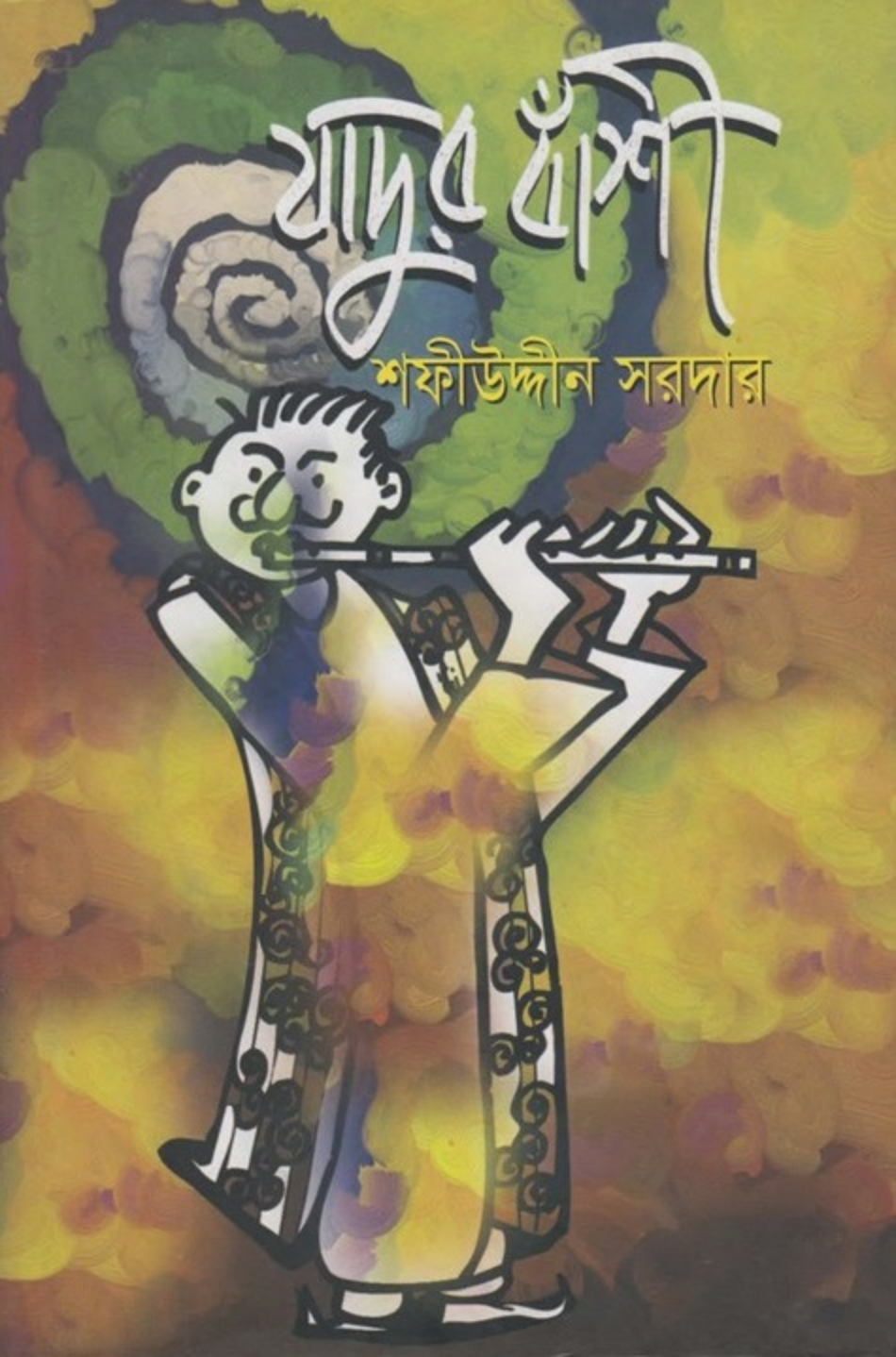

যাদুর বাঁশী

(শিশু সাহিত্য)

শফীউদ্দীন সরদার

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com

যাদুর বাঁশী

শফীউদ্দীন সরদার

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

গ্রন্থ সত্ব

লেখক

প্রকাশকাল

আগস্ট-২০১২

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

মোমিন উদ্দীন খালেদ

মূল্য ঃ ১৪০/- টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০। মোবাইল ঃ ০১৭১১৮১৬০০২
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, মোবাইল ঃ ০১৭১১৮১৬০০১
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা, ফোন ঃ ৯৬৬৩৮৬৩
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোনঃ ৭১৬৩৮৮৫

JADHUR BANSHI Written by **Shafiuddin Sarder**, Published by S.M. Raisuddin, Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel Commercial Area, Motijheel, Dhaka-1000 First Edition August 2010,

Price : 140/- Only. US$. 5/- **ISBN-984-70241-0050-4**

www.pathagar.com

উৎসর্গ

সকল শিশু কিশোরগণকে
-শফীউদ্দীন সরদার

www.pathagar.com

লেখকের কথা

গল্পগুলো পাঠকের ভাল লাগলে, আমার পরিশ্রম সার্থক হবে এবং আমার চিন্তাভাবনায় এমন আরো যেসব গল্প আছে, তা লিখতে উৎসাহ পাবো।

-শফীউদ্দীন সরদার
০৫/০৬/২০১২

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ ইতিপূর্বে অধ্যাপক শফীউদ্দীন সরদারের বেশ কয়েকটি উপন্যাস গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। তিনি একজন সুলেখক ও সাহিত্যিক। তিনি ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে অনেক উপন্যাস ও অন্যান্য সাহিত্য রচনা করেছেন। যা জনসাধারণের নিকট যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। তিনি সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই বিচরণ করেছেন এবং সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। রূপকথার আঙ্গিকে প্রতিটি জীবনালেখ্যকে ছোটদের উপযোগী ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর লেখনি অত্যন্ত আকর্ষণীয় রূপকথারই মত।

শিশু-কিশোর পাঠকদের কাছে গল্পগুলো খুবই ভাল লাগবে বলে আমরা আশা রাখি। আমরা তাঁর শিশু সাহিত্য **'যাদুর বাঁশী'** গ্রন্থের সাফল্য কামনা করছি।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১। যাদুর বাঁশী ০৭
২। জীনের ডিম ৩৭
৩। রাজকন্যার পোষাপাখী ৬১

www.pathagar.com

যাদুর বাঁশী

www.pathagar.com

তাঁ-তাঁ রোদ। ধূ-ধূ মাঠ। মাঠের এপার থেকে ওপারটা চোখেই পড়েনা। সেই মাঠের মধ্য দিয়ে পথ। পথিক দুইজন। একজন উস্তাদ, আর একজন তার সাগ্‌রিদ। উস্তাদের হাতে লাঠি, সাগ্‌রিদের পিঠে পোঁটলা। তারা পথ বেয়ে আসছে আর হাঁপাচ্ছে। পোঁটলাটা মাঝে মাঝে সাগ্‌রিদের পিঠ থেকে উস্তাদের পিঠে উঠছে, আবার উস্তাদের পিঠ থেকে সাগ্‌রিদের পিঠে যাচ্ছে। পোঁটলাটা যে খুব ভারী, তা নয়। কিন্তু পথটা লম্বা। লম্বা পথে পাঁচ সের জিনিসও বিশ সের হয়ে যায়। তার উপর এই কাঠফাটা রোদ। উস্তাদটা পণ্ডিত মানুষ। খুব বিবেচক লোক। দয়ার শরীর তার। সাগ্‌রিদটা একা কষ্ট করুক, উস্তাদ এটা চায়না। তাই পোঁটলাটা বার বার এপিঠ ওপিঠ করছে।

অনেক কষ্টে মাঠটা পার হয়ে এলো তারা। মাঠের এপারে অনেক গাছ- গাছড়া। আছে কিছু ঘর বাড়ীও। তার আগেই পথের উপর আছে এক বিরাট পাকুর গাছ। অনেক তার ডালপালা। মাঠ পেরিয়ে এসে সব পথিকই বিশ্রাম নেয় এই পাকুর গাছের ছায়ায়। এই উস্তাদ-সাগ্‌রিদও মাঠ পেরিয়ে এসে গাছের নীচে থামলো। পোঁটলাটা নামিয়ে রেখে সাগরিদটা বসে পড়লো গাছের ছায়ায়। কিন্তু উস্তাদটা বসলোনা। না বসে সে এগিয়ে এলো গাছটার একদম গোড়ার কাছে। সেখানে একটা পাথরের মূর্তি ছিল। একটা মেড়ার পাথরের মূর্তি। মেড়া মানে ভেড়া। শিং-ওয়ালা পুরুষ ভেড়া। উস্তাদ এসে ঐ মেড়ার মূর্তিটার মাথায় জোরে একটা লাথি মারলো। এরপর ঘুরে দাঁড়াতেই সাগ্‌রিদটা প্রশ্ন করলো- ওটা কি উস্তাদ? কিসে লাথি মারলেন?

উস্তাদ বললো- এটা একটা মেড়া। জীবন্ত নয়, পাথরের মেড়া।

সাগরিদটা তাজ্জব হয়ে বললো- পাথরের মেড়া! সেকি ! দেখি দেখি–

উঠে এলো সাগরিদ। মেড়ার কাছে এসে সে বললো- তাইতো! মেড়াইতো! পাথরকেটে বানানো এক মস্তবড় মেড়া। তা এর মাথায় লাথি মারলেন কেন উস্তাদ?

উস্তাদ বললো - ঐ যে ঐ পাথরের গায়েই লেখা আছে লাথি মারার কথা। ঐ দ্যাখো, লেখা আছে - "এই পথে যিনিই যাবেন, তিনিই দয়া

www.pathagar.com

করে এই মেড়ার মাথায় একটা লাথি মারবেন। লাথি মারলে ছওয়াব পাবেন। না মারলে সে ছওয়াব হারাবেন।"

লেখার দিকে চেয়ে সাগ্‌রিদটা বললো- তাইতো উস্তাদ, তাইতো! ঐ কথাই তো লেখা আছে।

উস্তাদ বললো- সেই জন্যেই দ্যাখো, পথিকেরা সবাই লাথি মারার ফলে মেড়ার মাথাটা কেমন ক্ষয়ে গেছে কিছুটা।

www.pathagar.com

সাগ্‌রিদ বললো- হ্যাঁ, তাইতো। এ লেখা কে লিখলো উস্তাদ?

উস্তাদ বললো - মস্তবড় এক বুজুর্গ ব্যক্তি। হজ্বে যারা যান, শয়তানের উদ্দেশ্যে তাদের পাথর মারার নিয়ম মানে বিধান আছে, তা জানো তো? ঐ বুজুর্গ, মানে অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তিটা ঐ রকমই একটা বিধান রেখেছেন এখানে।

সাগ্‌রিদ বললো- সে কি ! এটা কি শয়তান? মানে, এই মেড়াটা?

উস্তাদ বললো - সে তো বটেই।

সাগ্‌রিদ বললো- বলেন কি উস্তাদ! তাহলে আমিও একটা লাথি মারি?

উস্তাদ বললো- মারবেই তো। একটা কেন, তিনটাও মারতে পারো। তুমিও তো একজন পথিক আর এইপথ দিয়ে যাচ্ছো!

সাগ্‌রিদটা তখনই তিন তিনটা লাথি মারলো পাথরের ঐ মেড়াটার মাথায়। এরপর পোঁটলার কাছে ফিরে এসে উস্তাদ সাগরিদ দুইজনই গাছের ছায়ায় বসলো। বসার পরেই সাগরিদটা এবার প্রশ্ন করলো- ঘটনা কি উস্তাদ। পাথরের ঐ মেড়াটা এখানে কেন আর ঐ লাথি মারার নিয়মটাই বা কেন?

উস্তাদ বললো- এটা তো একটা তেরাস্তা। তিনদিক থেকেই লোক আসবে এখানে। তাই মেড়াটাকে এখানে রাখা হয়েছে যাতে করে বেশী লোক লাথি মারতে পারে।

সাগ্‌রিদ ফের প্রশ্ন করলো- সে তো বুঝলাম। কিন্তু ঐ পাথরের মেড়াটা তৈয়ার করা হয়েছে কেন, আর লাথি মারার নিয়মটা করা হয়েছে কেন? ঘটনাটা কি?

একটু থেমে উস্তাদটা প্রশ্ন করলো -ঘটনা ?

সাগ্‌রিদ বললো- জি উস্তাদ। এর কারণটা কি? কি কারণে করা হয়েছে এসব?

উস্তাদ বললো - সে অনেক কথা। বলতে অনেক সময় লাগবে।

সাগ্‌রিদ বললো - তা যত সময়ই লাগুক, সব কথা আমাকে শুনাতেই হবে উস্তাদ।

www.pathagar.com

উস্তাদ বললো - শুনাতেই হবে? আচ্ছা ঠিক আছে। এটা একটা মস্ত বড় কাহিনী। পত চলতে চলতে। শুনাবো সব কথা।

সাগ্‌রিদটা আরো শক্ত হয়ে বসে বললো- জি না উস্তাদ। এখনই শুনাতে হবে। এ কাহিনী না শুনলে আমি উঠবোইনা এখান থেকে, পথ চলবো কি?

উস্তাদটা তাজ্জব হয়ে বললো - তার মানে?

সাগ্‌রিদটা গলায় জোর দিয়ে বললো-একাহিনী না শুনালে আমি এখান থোকই ফিরে যাবো উস্তাদ। পোঁটলাটা নিয়ে আপনি একাই যান, আমি আর আপনার সাথে যাচ্ছিনে।

সাগ্‌রিদটা একদম নাছোড়বান্দা। উস্তাদটা আর করে কি? বাধ্য হয়েই উস্তাদ তখন কাহিনীটা বলতে শুরু করলোঃ

আমির আলী ও আলেয়া বেগম এক সাথে পড়ে। শিশুকাল তাদের পার হয়ে গেছে। তারা এখন কিশোর- কিশোরী। আলেয়া বেগম সে দেশের বাদশাহর মেয়ে। সে শাহজাদী। আমির আলী কোন শাহজাদা নয়। সে সাধারণ ঘরের ছেলে। তবে তার বাপদাদারা বেশ বড়লোক আর সম্মানী মানুষ। এইজন্যেই বাদশাহর মক্তবে পড়ার সুযোগ পেয়েছে আমির আলী।

সেকালে কোন স্কুল- কলেজ ছিলনা। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্যে সেকালের রাজাবাদশাহরা স্কুল বসাতো বাড়ীতে। মুসলমান রাজা- বাদশাহদের বাড়ীতে থাকতো মক্তব আর হিন্দু রাজা-জমিদারদের বাড়ীতে থাকতো টোল। এই সব টোল - মক্তবে রাজা - বাদশাহ আর তাদের বড় বড় কর্মচারীদের ছেলে মেয়েরা পড়তো। সাধারণ ঘরের ছেলে মেয়ের সুযোগ ছিলনা এখানে পড়ার। তবে রাজা-বাদশাহরা অনুমতি দিলে দুই একজন সম্মানী ঘরের ছেলে মেয়েরা এখানে পড়তে আসতে পারতো। আমির আলী বাদশাহর সেই অনুমতি পেয়েই এখানে পড়তে আসতে পেরেছে।

আমির আলীর স্বভাব ছিল খুব ভাল। তার চেহারাও ছিল দেখার মতো। অন্যান্য সব ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশী ভাল তার চেহারা।

www.pathagar.com

এছাড়া, সে খুব মেধাবীও। পড়াশুনায় খুব ভাল। ওদিকে শাহজাদী আলেয়া বেগমও খুব সুন্দরী ছিল। স্বভাবও যথেষ্ট ভাল। তাই অল্পদিনের মধ্যেই আমির আলী ও আলেয়া বেগমের মধ্যে বেশ ভাব, মানে বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

ওরা কিশোর কিশোরী বলে ওদের মধ্যে এই বন্ধুত্ব কারো নজরে তেমন পড়েনি। কিন্তু ওরা যতই বড় হতে লাগলো ওদের এই বন্ধুত্ব ততই গভীর হতে লাগলো। একজন আর একজনকে একদিন না দেখতে পেলে ওরা ছটফট করতে থাকে। এইজন্যে এটা চোখে পড়লো সবার। যা একটু কম পড়তো, বাদশাহর উজিরের ছেলে গাফ্ফারের জন্যেই এটা আরো বেশী করে চোখে পড়লো সবার। গাফ্ফার শাহজাদী আলেয়ার সাথে ভাব করার বার বার চেষ্টা করেও পাত্তা না পেয়ে, ঘটনাটা সবার কাছে ফাঁশ করে দিলো।

দেবেই তো। গাফ্ফার যে আসলেই খুব খারাপ ছেলে। জব্বোর এক বদমায়েশ। উজিরের ছেলে হয়ে সে পাত্তা পায়না অথচ শাহাজাদীর কাছে পাত্তা পায় একজন সাধারণ মানুষের ছেলে- গাফফার কি সহ্য করতে পারে এটা ? তাই, আমির আলী আর আলেয়া বেগমের বন্ধুত্বের কথা সে সবার কাছে শুধু ফাঁশ করেই দিলো না, বাপের কাছে এসে নালিশও করলো আচ্ছা মতো।

তার বাপ উজিরটাও খারাপ মানুষ। নালিশ শুনে সংগে সংগে বাদশাহর কাছে এসে উজিরটা বললো - হুজুর, আমাদের মক্তবে আমির আলী নামের ঐ ছেলেটাকে রাখা আর ঠিক হবে না মোটেই। ওটা একটা ভয়ানক পাজী ছেলে। ওর কু-নজর আমাদের শাহজাদী আলেয়ার উপর পড়েছে।

এতে রাগ হয়না কার? বিশেষ করে, রাজাবাদশাহরা কি সহ্য করে এটা ? এ কথা শুনে বাদশাহ ভীষণ রেগে গেলেন। প্রশ্ন করলেন - আপনি ঠিক জানেন?

www.pathagar.com

উজির বললো -জি হুজুর, জি। শুধু আমি কেন, এ কথা ইতিমধ্যে সবাই জেনে গেছে। আমার গাফ্ফারকে শাহজাদী কোন পাত্তাই দেয়না। শুধু ঐ আমির আলীর সাথে মাখামাখি করে।

বাদশাহ বললেন - সে কি!

উজির বললেন - আপনি বলেছিলেন হুজুর, আমার গাফ্ফারকেই আপনি জামাই বানিয়ে নেবেন। এমন হলে তো আমার গাফ্ফার শাহজাদীকে শাদি করতে আর রাজী হবে না হুজুর।

বাদশাহ বললেন - বলেন কি! রাজী হবে না?

উজির বললো- কি করে হবে হুজুর! একটা গেঁয়ো ছেলের সাথে শাহজাদী যদি ঐ রকম ঢলাঢলি করে, তাহলে আমার গাফ্ফার -

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বাদশাহ ক্রোধ ভরে বললেন– মক্তব থেকে বের করে দিন!

আর যায় কোথায়? উজির তো এইটেই চাইছিল। তার ছেলে গাফফার বাদশাহর জামাই হলে, এই দেশের ভবিষ্যৎ বাদশাহ হবে গাফ্ফার। রাজ্য, রাজত্ব, ধন-দৌলত - সবই তাদের হবে। এই সুযোগ নষ্ট করে দেবে কোথাকার কে এক ব্যাটা কৃষকের বাচ্চা? শাহজাদীকে বিয়ে করে বাদশাহ হবে ঐ ব্যাটা? অসম্ভব! এটা কি কখনো সইতে পারে উজির সাহেব?

বাদশাহর হুকুম পেয়ে উজির আর এক নিমেষ বিলম্ব করলো না। তখনই মক্তবে ছুটে গিয়ে আমির আলীকে মক্তব থেকে বের করে দিলো।

আমির আলীকে মক্তব থেকে বের করে দেয়ায়, শাহজাদী আলেয়ার সেকি কান্না। আমির আলীর সাথে তখন তার বন্ধুত্ব আরো গভীর হয়ে গেছে। তাই, আমির আলীকে মক্তবে ফিরিয়ে আনার জন্যে শাহজাদী তার আব্বার হাতে পায়ে ধরতে লাগলো। আহার নিদ্রা ছেড়ে দিলো। মেয়ের কান্না দেখে বাদশাহর মন অনেক-খানি নরম হয়ে গেল। তিনি আমির আলীকে ফিরিয়ে আনার চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন। তা দেখে ঐ শয়তান উজিরটা আবার বাদশাহর মন শক্ত করে দিলো। সে ব্যস্তভাবে

www.pathagar.com

বাদশাহকে বললো খবরদার হুজুর খবরদার! এতবড় ভুল কখ্খনো করবেন না। আমির আলীকে ফিরিয়ে আনলে, এবার সে শাহজাদীকে নিয়ে একদম পালিয়ে যাবে। পালিয়ে গিয়ে শাহজাদীকে বিয়ে করবে সে। আপনার মান সম্মান আর কিছুই থাকবে না।

এ কথায় বাদশাহ আবার শক্ত হয়ে গেলেন। মেয়ের কান্না কাটিতে আর কান দিলেন না মোটেই। শাহজাদী আলেয়া আর করবে কি। দেখেশুনে সেও মক্তবে যাওয়া বন্ধ করে দিলো। দিবেই তো। এখন মক্তবে গেলে, ঐ বেয়াদব গাফফারটা তাকে সব সময় জ্বালাতন করতে থাকবে। ঐ শয়তানের জ্বালাতন সহ্য করতে সে মক্তবে আর যাবে কেন?

শেষ হয়ে গেল শাহজাদী আলেয়ার লেখাপড়া। মক্তবের হুজুর অন্যান্য লেখাপড়ার সাথে তখন তাকে আর আমির আলীকে আরবী ভাষা ও দোআ কালাম শিক্ষা দেয়া শুরু করেছিলেন। আমির আলী খুব মনোযোগ দিয়ে নিজে সে সব শিখছিলো এবং শাহজাদীকেও মনোযোগ দিয়ে সে সব শিক্ষা করার উৎসাহ দিচ্ছিল। কিন্তু মক্তবে যাওয়া ছেড়ে দেয়ায়, শাহজাদীর পবিত্র কোরআন পাঠ ও দোআ কালাম- কিছু শেখা হলো না।

কিন্তু আমির আলীর সেসব শিক্ষা বন্ধ হয়ে গেল না। অন্যান্য লেখা পড়াও বন্ধ হলো না তার। মক্তব থেকে বের করে দেয়ার সাথে সাথে আমির আলী এ রাজ্য ছেড়ে অনেক দূরের আর এক রাজ্যে চলে গেল। সেখানে গিয়ে সে একটা মস্তবড় বিদ্যালয়ে ভর্তি হলো। সে বিদ্যালয়ে বাংলা, অংক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান- এসব পড়ানোর সাথে পাক কোরআন ও হাদিস শরীফ অনেক অনেক বেশী পরিমাণে শিক্ষা দেয়া হতো। আমির আলী একজন মেধাবী ছাত্র। তার উপর সে আবার মস্তবড় পরহেজগার, মানে নামাজ- রোজা করা, পিতা-মাতার ছেলে। এই বিদ্যালয়ে এসে আমির আলী তাই বাংলা অংক, ইতিহাস, ভুগোল, বিজ্ঞান-এসব তো ভাল করে শিখলোই, সেই সাথে কোরআন হাদিসটা এত বেশী করে শিক্ষা করলো যে, অল্পদিনেই সে একজন বিখ্যাত আলেম হয়ে গেল। হাফেজ হয়ে গেল পাক কোরআনের। গোটা কোরআন শরীফ তার মুখস্ত আর হাদিস শরীফের নির্দেশগুলো তার নখদর্পনে। নখদর্পনে মানে তার নখের ডগায়।

www.pathagar.com

পড়াশুনা শেষ করে সে যখন দেশে ফিরে এলো, তখন সে দেশবিখ্যাত আলেম। বিজ্ঞ পণ্ডিত মানুষ। কিন্তু দেশে ফিরে এসে সে দেখলো, দেশে তখন ভয়ংকর মুসিবত দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে গ্রামগঞ্জ এলাকায় হাহাকার পড়ে গেছে। গ্রামগঞ্জে জমি চাষ করা মাঠের কৃষক আর মাঠে গরুচরানো রাখাল প্রায় অর্ধেকটাই শেষ হয়ে গেছে। দলে দলে শেষ হয়ে গেছে পথের পথিকেরাও। তেপান্তরের কোলঘেঁষে, অর্থাৎ ধূ-ধূ মাঠের ওপারে যে বিশাল আর গভীর এক বন আছে, সেই বনে কোথা থেকে যেন কয়েক হাজার বাঘ এসে ঢুকেছে। মানুষ খেকো বাঘ। শুধুই মানুষ খায়, গরু বাছুর খায় না।

যারাই এখন মাঠে হাল বাইতে বা গরু চরাতে যাচ্ছে, তাদেরই ঘাড়ের উপর ঐ বাঘগুলো এসে ক্যাঁক করে পড়েছে আর চোখের পলকে তাদের ধরে নিয়ে বনের মধ্যে চলে যাচ্ছে। এত তাড়াতড়ি বাঘগুলো জংগল থেকে আসছে আর লোকজনদের ধরে নিয়ে ফের ঐ জংগলে চলে যাচ্ছে যে, কেউ তাদের হদিস করতে পারছেনা। এক নিমেষেই হয়ে যাচ্ছে সব কিছু। সেরেফ মাঠের কৃষক - রাখালই নয়, ঐ বনের কোল ঘেঁষে যে এক রাস্তা আছে মস্তবড়, সে রাস্তা দিয়েও আর কোন মানুষ এখন যাতায়াত করতে পারছেনা। কেউ যেতে লাগলেই, তাদেরও বাঘগুলো ধরে নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলছে গপাগপ্।

নিজের গাঁয়ে ফিরে এসে আমির আলী দেখলো, গাঁয়ের সবার মুখেই এইসব কথা আর সবার চোখেমুখে ভয়ের সেকি আতংক। পাশের গাঁগুলোতে গিয়েও সে দেখলো, সব গাঁয়েই ঐ একই অবস্থা। সবার মুখেই ঐ সব কথাবার্তা আর সবাই ভয়ে জড়সড়।

দেখে শুনে অবাক হলো আমির আলী। সে জ্ঞান- বিজ্ঞান আর হাদিস কোরআর জানা লোক। এতটা হয় কি করে- চিন্তা করে সে তার কোন মাথামুন্ডু পেলোনা। –

শহরের কি অবস্থা -এটা জানার জন্যে আমির আলী এবার শহরে চলে এলো। শহরটা তার গায়েঁর খুব কাছেই। বাদশাহ্র প্রাসাদটাও শহরে ঢোকার পথেই। শহরে এসে বাদশাহর প্রাসাদের চারপাশে ও শহরের

www.pathagar.com

সর্বত্র ঘুরে বেড়ালো সে। সেখানে এসে বাঘের ঐ উৎপাতের কথাটা কিছু কিছু শুনলো বটে, তবে যে কথাটা বেশী করে শুনলো, সেটা হলো ঐ শাহজাদী আলেয়া বেগমের কথা। সে শুনলো, শহরের লোকেরা শাহজাদীকে নিয়ে খুব বলাবলি করছে। তারা বলছেন - তাজ্জব মেয়ে ঐ শাহজাদী আলেয়া বেগম। বিয়ের বয়স তার পার হয়ে যাচ্ছে, তবু বাদশাহ তাকে বিয়েতে রাজী করাতে পারছেনা। বাদশাহর ঐ উজিরটাও পারছেনা। উজিরটা দিনরাত চেষ্টা করছে তার ঐ বদছেলে। গাফ্ফারের সাথে শাহাজাদীর শাদি দেয়ার। সে জন্যে কত কলকাঠি ঘুরাচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছেনা। শাহাজাদীর মুখে ঐ এক কথা - কোন উজির নাজির নয়, তার সাথে এক কালে যে গেঁয়ো ছেলেটা তাদের মক্তবে পড়তো, ঐ ছেলেকে ছাড়া সে আর কাউকেই বিয়ে করবে না। ধন্যি মেয়ে বটে।

সেই গেঁয়ো ছেলে মানে এই আমির আলী। আমির আলী এখন অনেক বড় হয়ে গেছে বলে তাকে তারা একটুও চিনতে পারলোনা। তাই অনেকে তারা তার সামনেই এ সব কথা বলে গেল গড় গড় করে।

কিন্তু শহরের লোক চিনতে না পারলেও বাদশাহর লোকেরা অনেকেই চিনতে পারলো আমির আলীকে। বিশেষ করে, ঐ উজিরটা ও তার ছেলে গাফ্ফারটা তাকে দেখামাত্রই চিনতে পারলো আর চমকে উঠে ভাবতে লাগলো- হায় সর্বনাশ। ঐ আপদটা আবার ফিরে এসেছে দেশে? শাহাজাদী এটা টের পেলে, না জানি সে কি কান্ডটাই না ঘটিয়ে ফেলে এই আপদটাকে নিয়ে। উজিরটা তখনই দৌড়ে গিয়ে বাদশাহকে বললো- হুজুর, ঐ বদমায়েশ আমির আলীটা আবার এসে কিন্তু আপনার প্রাসাদের চারপাশে ঘোড়া-ফেরা করছে। এবার যদি শাহজাদীটা হারিয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আমার গাফ্ফারকে দোষ দিতে পারবেন না।

আমির আলীর মাথায় এখন এসব চিন্তা নেই। তার মাথায় এখন একমাত্র চিন্তা, ঘটনাটি কি। এত মানুষ খেয়ে ফেলছে বাঘে, অথচ কোন কেউই দেখতে পাচ্ছেনা সেটা, কিভাবে আর কখন বাঘগুলো জংগলে থেকে বেরিয়ে এসে মানুষের ঘাড়ে পড়ছে-একজনও তা জানেনা, ব্যাপার কি?

www.pathagar.com

ঘরে বসে দুই চারদিন এসব চিন্তা করার পর আমির আলী বুঝে দেখলো, না, ঘরে বসে থেকে কোন কুল কিনারা করা যাবেনা এর। ঘটনাটা দেখতে হবে ঘটনার স্থানে গিয়ে। সেখানে গেলে ঘটনাটি বুঝা যাবে কিছুটা। এতলোক বাঘে খেয়ে থাকলে, অবশ্যই মানুষের হাড় হাডডি পাওয়া যাবে ঘটনা স্থলে। জংগলের ভেতরে তো বটেই, ঘটনা স্থলে গেলে, জংগলের বাইরেও অনেক হাড়হাড্ডি দেখা যাবে নিশ্চয়ই। সেই সাথে নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে বসে থাকলে, কখন বেরিয়ে আসে বাঘগুলো- তাও দেখা যাবে।

আমির আলী খুব সাহসী ছেলে। সংগে যাওয়ার জন্যে কাউকেই না পেয়ে, সে একাই বেরিয়ে পড়লো শক্ত একটা বল্লম হাতে নিয়ে।

ধূ -ধু মাঠটা পেরিয়ে সে চলে এলো মাঠের কোল ঘেঁষে থাকা সেই বন বা জংগলটার কাছে। জংগলের কাছে এসে সে তাজ্জব হয়ে দেখলো- জংগলের বাইরে কোথাও মানুষের হাড় হাড্ডির কোন চিহ্নও নেই। জংগলটা মাঠটার যতখানি এলাকা ঘেঁষে ছিল, আমির আলী জংগলের বাইরের সেই এলাকাটা আগাগোড়া ঘুরে ঘুরে দেখলো। দেখলো, কোথাও কোন হাড় হাড্ডি নেই। জংগলের বাইরে তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোথাও কোন হাড়- হাড্ডি না দেখে সে এবার স্থির করলো, যা থাকে নসীবে, জংগলের খানিটা ভেতরে গিয়েও সে দেখবে- কোন হাড়-হাড্ডি আছে কিনা।

যেই চিন্তা সেই কাজ। পাক কোরআনের কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ সুরা মনে মনে পড়ে নিয়ে এবং বল্লমটা বাগিয়ে ধরে সে আস্তে আস্তে ঢুকে পড়লো বনের মধ্যে। কিন্তু বনের ভেতরে ঢুকে পড়েও আমির আলী হতাশ হলো। জংগলের মধ্যে কাছে কোলেও কোন হাড়-গোড় নেই কোথাও। অবাক হয়ে সে আস্তে আস্তে বনটার, মানে জংগলটার অনেক গভীরে চলে গেল। অনেক বেশী ভেতরে গিয়েও সে মানুষের কোন হাড় বা মাথার খুলি- কোন কিছুই দেখতে পেলো না সেখানে। এছাড়া কথা আছে আরো। কয়েক হাজার বাঘ এসে এই জংগলে ঢুকে থাকলে, এতক্ষণ দুই একটা বাঘের সন্ধান পাওয়া যেতোই জংগলের এত ভেতরে এসে। কিন্তু কোন বাঘের সন্ধানও সে পেলো না।

www.pathagar.com

এতে করে আমির আলীর দৃঢ় ধারণা হলো-বাঘে খাওয়ার কোন ঘটনাই নয় এটা। এত মানুষ বাঘে খেলে, তাদের কিছু না কিছু হাড়হাড্ডি পাওয়া যেতোই কোথাও না কোথাও। কোন হাড়-হাড্ডিই নেই যখন আর একটা বাঘও যখন দেখা গেলনা কোথাও, তখন নিশ্চয়ই এটা বাঘে খাওয়ার ব্যাপার নয়। এর পেছনে অন্য কোন রহস্য আছে।

এই অন্য রহস্যটা কি- এ কথা ভাবতে ভাবতে আমির আলী বেরিয়ে এলো অরণ্যের গভীর থেকে। খোলা মাঠের একদম কাছাকাছি এসে সে বসে পড়লো হালকা পাতলা গাছ-গাছড়ার মধ্যে। জায়গাটা পরিস্কার ছিল এবং মাথার উপর গাছের ছায়া ছিল। এছাড়া, ঘুরে ঘুরে সে ক্লান্ত হয়েও গিয়েছিল। সবার উপর কথা, রহস্যটার, মানে ঘটনাটার কোনই কুলকিনারা না করে ফিরে যেতে তার মনও চাইলো না। এ কারণেই সে বসে পড়লো চুপ করে এবং বসে বসে ভাবতে লাগলো- তাহলে কিসে কি হচ্ছে? মাঠের এত কৃষকদের আর রাখাল বালকদের কিসে ধরে খাচ্ছে বা কোথায় তারা যাচ্ছে- এটা টের করা যায় কি করে?

কতক্ষণ সে নীরবে বসে ভাবছিল, তা তার খেয়াল নেই। খেয়াল হলো হঠাৎ এক বাঁশীর তীব্র অথচ মধুর আওয়াজে। বাঁশীর সুরটা এতই মধুর ছিল যে, যার কানেই এই সুরটা গিয়ে পৌঁছলো, সে-ই দৌড়-ঝাঁপ করে ছুটে এলো এই বাঁশী শোনার জন্যে। এক এক করে অনেক লোক জুটে গেল বাঁশীওয়ালার সামনে। আমির আলীকে ছুটে যেতে হলো না। কারণ, বাঁশীটা বেজে উঠলো তার একদম কাছেই মস্তবড় এক পাকুর গাছের নীচে।

আমির আলী দেখলো, বাঁশীওয়ালা দেশী লোক নয়। সে একজন বিদেশী লোক। চীন দেশের লোকই হবে সে। সেই রকমই চেহারা। তা যে দেশেরই হোক, তার বাঁশীর সুরটা জগৎ ভুলানো সুর। দুনিয়াদারী ভুল করে দেয়ার মতো সুর। বাঁশীওয়ালা পাকুর গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে থেকে বাজাতে লাগলো বাঁশী আর প্রচুরলোক তার সামনে বসে থেকে মোহিত হয়ে শুনতে লাগলো সেই বাঁশীর সুর। মোহিত হয়ে শুনতে লাগলো আমির আলীও।

www.pathagar.com

শুনতে শুনতে আমির আলীর মনে হলো, তার সারা শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে এবং ঘুম আসছে তার চোখে। সে লক্ষ্য করে দেখলো, বসে থাকা ঐ লোকদের সকলেরই ঐ একই অবস্থা হচ্ছে।

www.pathagar.com

এরপরেই বাঁশীওয়ালা বাঁশীতে "ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ" করে তিনটে বিকট শব্দ করার পরে উল্টা ধরনের এমন একটা সুর বাজাতে লাগলো যে, সে সুর কানে যাওয়ার সাথে সাথে আমির আলী ও অন্যান্য সকলের মাথা ঘুরে গেল। শির শির করে উঠলো সবার শরীরের মধ্যে। এরপরেই আমির আলী লক্ষ্য করলো, তার হাতে পায়ে ভেড়ার লোম গজিয়ে যাচ্ছে এবং হাত-পা গুলো ভেড়ার পা হয়ে যাচ্ছে। সংগে সংগে সে চেয়ে দেখলো, অন্যান্য সকলেরই হাতে পায়ে ভেড়ার লোম গজিয়ে যাচ্ছে এবং সবার হাত-পা'ই ভেড়া পা হয়ে যাচ্ছে।

আমির আলীর বুঝতে আর মোটেই অসুবিধে হলো না যে, ঐ লোকটা একটা যাদুকর আর তার বাঁশীটা একটা যাদুর বাঁশী। ভেড়ার মতো হাত-পা হয়ে যাওয়া- এগুলো সব কিছুই যাদুর জন্যে হচ্ছে। সেই সাথেই আমির আলীর খেয়াল হলো, আল্লাহ তায়ালার বাণীর কাছে, অর্থাৎ পাক কোরআনের আয়াতের কাছে কোন যাদুটোনাই টিকেনা। চোখের পলকে সব যাদুই অকেজো হয়ে যায়।

আমির আলী তাই তৎক্ষণাৎ মনে মনে পাক-কোরআনের কিছু বিশেষ বিশেষ সুরা দ্রুত পড়ে যেতে লাগলো। হ্যাঁ, যে কথা সেই কাজ। সুরা পড়া শুরু করার সাথে সাথে আমির আলী দেখলো, তার হাত-পা থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে ভেড়ার লোম আর তার হাতপা ভেড়ার পা না হয়ে ফের মানুষের, মানে তার নিজের পা হয়ে যাচ্ছে। চোখের নিমেষেই যাদুকরের যাদু আমির আলীর কাছে অকেজো হয়ে গেল। আমির আলী যেমন ছিল তেমনই রইলো। কিন্তু সে দেখলো, বাঁশীওয়ালার সামনে বসে থাকা লোকগুলো সবাই ইতিমধ্যেই পুরোপুরি ভেড়া হয়ে গেছে। তাদের একজনও আর মানুষ নেই। আমির আলী বুঝতে পারলো, পবিত্র কোনআনের আয়াত, মানে কোন সুরা জানা না থাকায়, এই দশা হলো ওদের।

দেখে তাজ্জব হলো আমির আলী। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তাজ্জব হতে আরো অনেক বাঁকী ছিল তার। মানুষগুলো ভেড়া হয়ে যাওয়ার পরে যাদুকর তার বাঁশী বাজানো বন্ধ করলো। এরপর সে বাঁশী হাতে জংগলের

www.pathagar.com

মধ্যে যেতে লাগলো। অমনি আর এক কাণ্ড দেখে আমির আলী অবাক। দেখলো, ভেড়াগুলো লাফ দিয়ে উঠে পড়িমরি ছুটতে লাগলো বাঁশীওয়ালার

www.pathagar.com

পেছনে পেছনে। ছুটে কে কার আগে বাঁশীওয়ালার কাছে যাবে- ভেড়াগুলোর মধ্যে এমনই এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। এমন প্রতিযোগিতা যে, মাথায় লাঠি মারলেও ওদের আর পেছনে ফেরানোর উপায় নেই। আমির আলী নিশ্চিত হলো, এদের অন্তরে দোআ কালামের কোন ছাপ না থাকাই এর কারণ। যাদু চেপে বসেছে ওদের উপর।

উঠে দাঁড়ালো আমির আলীও। ভেড়াগুলো নিয়ে যাদুকর কোথায় যায়- তা দেখার জন্যে আমির আলী পিছু নিলো তাদের। অনেক খানি দূরে দূরে থেকে এবং দোআ -কালাম পড়তে পড়তে আমির আলী খুব সাবধানে ভেড়াগুলোর পেছনে পেছনে চলতে লাগলো।

জংগলের মধ্যে এসে যাদুকর ও ভেড়ার পাল চলছে তো চলছেই। কোথাও থামেনা। জংগলের অনেক অনেক ভেতরে এসে এক সুড়ঙ্গের মুখে অবশেষে থামলো। সুড়ঙ্গের মুখে ছিল এক লোহার কপাট। যাদুকর তার যাদুর বাঁশী দিয়ে সেই কপাটে ঠুকঠুক করে তিনটে বাড়ী দিতেই খুলে গোল কপাট আর এক মস্তবড় গর্ত বেরিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে যাদুকর ও ভেড়াগুলো ঐ গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল। ভেড়াগুলো ঢোকার পর যাদুকর এসে আবার ঐ লোহার কপাটে বাঁশী দিয়ে ঠুক ঠুক করে তিনটি বাড়ি দিলো আর সংগে সংগে কপাট আবার বন্ধ হয়ে গেল। শুধু কপাটই বন্ধ হলো না, সেই সাথে সেই সুড়ঙ্গের মুখটাও বুঁজে গেল। এমনভাবে বুঁজে গেল যে, সেখানে কোন সুড়ঙ্গ আছে-সেটা আর বোঝার উপায় রইলোনা। ভেতর থেকে কপাটে ঠুকঠুক করে বাড়ি দেয়া আমির আলী দেখতে না পেলেও ঐ ঠুক্ ঠুক্ আওয়াজ শুনেই সে বুঝতে পারলো, বাঁশীওয়ালা আবার বাঁশী দিয়ে বাড়ি দিলো কপাটে।

আমির আলী এখন আর করে কি? জংগলের মধ্যে একা একাই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর, সে আবার ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো জংগল থেকে। জংগল থেকে বেরিয়ে আমির আলী এবার সরাসরি বাড়ীতে চলে এলো। না এসেই বা করবে কি? ওখানে তো আর তার করার কিছু ছিলনা। বাঘে খাওয়া রহস্যটা যে সে ফাঁশ করতে পেরেছে-এই তো যথেষ্ট। কিন্তু বাড়ীতে এসে এ কথা সে কাউকেই বললোনা। কারণ, মানুষগুলেকে যে বাঘে ধরে খাচ্ছে না, একটা যাদুকর যে তাদের ভেড়া

www.pathagar.com

বানিয়ে নিয়ে যাচ্ছে -এ কথা বললে তো কেউ বিশ্বাস করবেনা। সে ছাড়া এটা তো আর কেউ দেখেনি। এ কথা বললে বরং তাকেই সবাই পাগল বলবে। বাড়ী এসে তাই সে চুপ করে রইলো।

www.pathagar.com

কিন্তু চুপ করে বেশীক্ষণ থাকতে পারলোনা আমির আলী। এরপরেই তার ভাবনা হলো- এতগুলো মানুষ ভেড়া হয়ে মাটির তলে চলে গেল, এদের উদ্ধার করার উপায় কি?

ঘরে বসে না ভেবে আমির আলী তাই আবার প্রতিদিন ঐ পাকুরতলায় আসে আর লুকিয়ে বসে থেকে প্রতিদিনই অনেক লোককে ভেড়া হতে দেখে। পাকুরতলা আসার সময় সে মাঠের মধ্যে যাকেই পায় তাকেই বাঁশী শুনতে না আসার জন্যে বার বার করে বলে আসে। কিন্তু কে শুনে কার কথা! যেই বাঁশী বেজে উঠে অমনি সব লোক পাগলা হয়ে ছুটে আসে আর ভেড়া হয়ে যায়। কোরআন শরীফের আয়াত পড়ার জন্যে আমির তা হয়না।

কাজেই, শুধু দেখা ছাড়া আমির আলী আর করবে কি? প্রত্যেকদিন বসে থেকে সে এই সবই দেখে শুধু। এইসব দেখতে দেখতে একদিন সে আর এক কান্ড দেখতে পেলো। দেখলো, যাদুকরটার গাঁজা খাওয়ার অভ্যাস আছে মানুষগুলোকে ভেড়া বানানোর পরে যাদুকর সেদিন তখনই উঠে গেলনা। পকেট থেকে গাঁজার কলকে বের করে যাদুকর বসে বসে কল্‌কেতে গাঁজা ভরতে লাগলো। সামনেই সে অনেকগুলো শুকনো খড়ি জ্বালিয়ে রেখেছিল। গাঁজা ভরার পর এবার সে সেখান থেকে কল্‌কেতে আগুন তুলে নিলো। ব্যস: ভেরাগুলো বসে রইলো সামনে, যাদুকর এবার ধুমছে গাঁজার কল্‌কে চুষতে লাগলো।

কল্‌কে টানতে টানতে গাঁজার নেশায় যাদুকর কিছুটা বেহুঁশ হয়ে গেল। বাঁশীটা সে তার পায়ের কাছে রেখে ছিল। এক সময় পায়ের ঠেলা লেগে বাঁশীটা গড়াতে গড়াতে গিয়ে ঐ জ্বালিয়ে রাখা আগুনে ঠেকলো আর বাঁশীতে আগুন ধরে গেল।

সংগে সংগে তাজ্জবের উপর তাজ্জব কাণ্ড। আমির আলী দেখলো, বাঁশীতে আগুন ধরার সাথে সাথে ভেড়াগুলোর পা আবার মানুষের হাতপা হয়ে যেতে লাগলো আর যাদুকরের হাতে পায়ে গজাতে লাগলো ভেড়ার লোম এবং যাদুকরের হাত-পা ভেড়ার পা হয়ে যেতে লাগলো।

www.pathagar.com

এতে করে চমকে উঠলো যাদুকর। ছুটে গেল তার নেশা। সংগে সংগে সে আগুন থেকে বাঁশীটা তুলে নিয়ে বাঁশীর আগুন নিভিয়ে ফেললো। বাঁশীটা পেছনের দিকে অল্প একটু আগুন লেগেছিল বলে রক্ষে পেলো যাদুকর। বাঁশীটা পুড়ে গেলে কম্ম তার কাবার হয়ে যেতো।

সে যা হোক, বাঁশীর আগুন নিভিয়েই যাদুকর আবার ফুঁ দিলো বাঁশীতে। বাজাতে লাগলো তার সেই যাদুর সুর। সংগে সংগে ভেড়াগুলোর পা আবার ভেড়ার পা হয়ে গেল এবং যাদুকরের হাত পা থেকে মিলিয়ে গেল ভেড়ার লোম। অর্থাৎ, যাদুকরের হাত-পা ভেড়ার পা না হয়ে আবার মানুষের হাত-পা হয়ে গেল। যাদুকর আর দাঁড়ালোনা সেখানে। বাঁশী হাতে নিয়ে সে তখনই জংগলের মধ্যে চলে গেল। ভেড়াগুলোও ছুটে গেল তার পেছনে পেছনে।

এবার আমির আলীর আনন্দ দেখে কে? "ইউরেকা- ইউরেকা, অর্থাৎ পেরেছি-পেয়েছি, মানুষগুলোকে উদ্ধার করার আর যাদুকরকে জব্দ করার পথ এবার পেয়েছি," বলে মনে মনে সে চীৎকার করে উঠলো। সে বুঝতে পারলো, যাদুকরের ঐ যাদুর বাঁশীই সব। বাঁশী হাতে না থাকলে, ঐ ছাগলগুলোও যে তার পেছনে যায়না, এটাও আমির আলী লক্ষ্য করেছে এর আগে। যাদুকরের সব শক্তি ঐ বাঁশীর মধ্যে। সুতরাং, ঐ বাঁশীটা হাত করতে পারলেই ব্যস্! কেল্লাফতে। ঐ বাঁশীতে আগুন দিলেই ভেড়াগুলো সব মানষ হবে, আর যাদুকরটাও খুব সম্ভব ভেড়া হয়ে যাবে।

আনন্দে দুলতে দুলতে বাড়ীতে ফিরে এলো আমির আলী। রাড়ীতে বসে বসে ভাবতে লাগলো, কি করে ঐ যাদুর বাঁশীটা হাত করা যায়। জোর করে কেড়ে নিতে গেলে অন্যকোন বিপদ ঘটে যদি। হাজার হোক, যাদুকর তো! আরো কতরকম ফন্দি ফিঁকির তার জানা আছে, কে জানে। বাড়ীতে বসে বসেই সে এসব কথা ভাবতে লাগলো। কয়েকদিন সে আর ঐ পাকুরতলায় গেলনা।

কিন্তু এরই মধ্যে সৃষ্টি হলো আর এক ঝামেলা। একদিন বাদশাহর পাইক, মানে এক সৈন্য, এসে আমির আলীর বাড়ীতে হাজির। পাইকটা আমির আলীকে বললো -তুমি শাহজাদী আলেয়া বেগমকে চুরি করে এনেছো। তাই বাদশাহ তোমাকে এখনই ধরে নিয়ে যেতে বলেছেন।

www.pathagar.com

শুনে আমির আলী তো তাজ্জব! বললো-আমি শাহজাদীকে চুরি করে এনেছি মানে? কে বললে সে কথা?

পাইক বললো-বাদশাহর উজির আর তার ছেলে গাফফার এই কথা বলেছে।

আমির আলী বললো-সেকি! আমি কোথা থেকে চুরি করে আনলাম শাহজাদীকে?

পাইক বললো-রাস্তা থেকে। পালকীতে চড়ে শাহজাদী আত্মীয়ের বাড়ীতে যাচ্ছিল। লোকজন নিয়ে গিয়ে তুমি পালকী সমেত শাহজাদীকে চুরি করে তোমার বাড়ীতে এনেছো। উজির আর তার ছেলে এটা দেখেছে। শাহজাদী আর পালকী তোমার বাড়ীতেই আছে। সারাদেশ তন্নতন্ন করে খুঁজে শাহজাদী আর তার পালকী কোথাও পাওয়া যায়নি। তুমিই তোমার বাড়ীতে লুকিয়ে রেখেছো।

আমির আলী বললো- মিথ্যা কথা। তুমি আমার বাড়ির সব যায়গা খুজে দেখো। শাহজাদী আর তার পালকী যদি কোথাও পাও, আমাকে ধরে নিয়ে যাও। যদি না পাও, তাহলে বাদশাহ্‌কে গিয়ে বলো, একাজ ঐ উজির আর তার ছেলেই করেছে।

আমির আলীর বাড়ীটা আগা গোড়া খুঁজে দেখে শাহজাদী বা তার পালকী কিছুই পেলোনা পাইকটা। তাই বাধ্য হয়ে সে ফিরে গেল।

ফিরে তো তাকে যেতেই হবে। আমির আলীতো শাহজাদীকে চুরি করতে যায়নি। শহিজাদীকে চুরি করতে গিয়েছিল ঐ শয়তান গাফফারটাই। আমির আলী আবার দেশে ফিরে আসায় গাফফারের সাথে শাহাজাদীর আর বিয়ের সম্ভাবনা নেই দেখে, শাহাজাদীকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার যুক্তি গাফ্‌ফারের বাপই গাফ্‌ফারকে দিয়েছিল। গাফ্‌ফারকে সে বলেছিল" আগামীকাল শাহজাদী পালকীতে চড়ে কুটুম বাড়ীতে যাচ্ছে। লোকজনসহ গিয়ে তুমি পাল্‌কী সমেত শাহজাদীকে জোর করে জামনগর নিয়ে যাও। জামনগরের রাজা আমার বন্ধু। তাকে আমি চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। জামনগর গেলেই জামনগরের রাজা শাহজাদীর সাথে তোমার শাদি দিয়ে

www.pathagar.com

দেবে। তখন দেখব কোথায় থাকে শাহজাদীর দেমাগ। কেমন করে সে শাদী করে ঐ আমীর আলীকে।"

লোকজন নিয়ে গাফফার সেই যে বেরিয়ে গেল, তার পর থেকে শাহজাদীর আর কোন খবর নেই। গাফফার ফিরে এসেছে কিন্তু শাহজাদী আর তার পাল্‌কীটা লা-পাত্তা। আমির আলীর বাড়ীতে খুঁজলে ওসব পাওয়া যাবে কেন?

পাইকটা চলে যাওয়ার পর আমির আলী ভাবতে লাগলো, এতো আচ্ছা এক ফ্যাসাদ হলো দেখছি। উজিরের কথা বিশ্বাস করে বাদশাহ যদি তাকে ধরে নিয়ে যায়, তাহলে তো যাদুকরের হাত থেকে ঐ মানুষগুলোকে আর উদ্ধার করা যাবেনা! তাই সে স্থির করলো, মরণ হয় হোক, ঐ ভেড়াগুলোর সাথে সেওযাবে ঐ যাদুকরের গর্তের মধ্যে। বিনা দোষে বাদশাহর হাতে মরার চেয়ে ঐ অসহায় মানুষগুলোকে উদ্ধার করতে গিয়ে মরা অনেক ছওয়াবের কাজ। যাদুকরের গর্তের মধ্যে গিয়ে একবার সে শেষ চেষ্টা করে দেখবে, ভেড়া হয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে বাঁচানো যায় কিনা।

সেইদিনই ভেড়ার একটা লোমওয়ালা আস্ত চামড়া যোগার করলো আমির আলী এবং ঐ চামড়া হাতে চলে গেল ঐ পাকুরতলায়।

এবার পাকুরতলায় এসেই তার চক্ষু স্থির্। সে অবাক হয়ে দেখলো, শাহজাদীর পালকীটা সেখানে এক পাশে পড়ে আছে। এটা যে বাদশাহর বাড়ীর পালকী, আমির আলী তা দেখেই চিনতে পারলো। কিন্তু পালকীতে শাহজাদীও নেই, পালকীর বেয়ারাগুলোও নেই। পালকীটা এখানে কি করে এলো, আমির আলী চিন্তা করে তার কুল করতে পারলোনা। তবে সে বুঝতে পারলো, শাহজাদীও ভেড়া হয়ে ঐ গর্তের মধ্যে গেছে। সে কয়েকদিন এখানে আসেনি, এরই মধ্যে ঘটনা ঘটেছে।

আমির আলীকে আর ছান্দে কে? এমনিতেই যাদুকরের গর্তের মধ্যে যাওয়ার জন্যে আমির আলী এখানে এসেছিল। শাহজাদী আলেয়াও ভেড়া

www.pathagar.com

হয়ে আটকা পড়েছে ঐ গর্তে -এটা বুঝতে পেরে আমির আলীর সে আগ্রহ আরো শতগুণে বেড়ে গেল। তার পেয়ারের শাহজাদী আটকা পড়ে মারা যাবে আর তার উদ্ধারে আমির আলী না গিয়ে কি আর পারে?

তাই সে ঝোপের আড়ালে চুপ করে বসে রইলো। যাদুকর সেদিন মানুষগুলোকে ভেড়া বানিয়ে নিয়ে যেতে লাগলে, ভেড়ার চামড়াটা গায়ে জড়িয়ে আমির আলীও ভেড়ার দলের সাথে মিশে গেল এবং তাদের সাথে যাদুকরের ঐ গর্তের মধ্যে চলে এলো। যাদুকর এটা বুঝতেই পারলোনা।

গর্তের মধ্যে এসে আমির আলী দেখে, সেখানে এক এলাহী কারবার। গর্তটার পরেই মাটির তলে বিশাল এক পাকা গুদাম ঘর। সেই গুদাম ঘর ভেড়ার পালে ভর্তি। গুদামঘরে পরেই একটা অফিস ঘর আর সেই অফিস ঘরের পেছনেই আর এক লম্বা সুড়ঙ্গ পথ। অন্য এক সময় আমির আলী ঐ সুড়ঙ্গ পথে ঢুকে দেখলো, সেই পথটা চলে গেছে সমুদ্রের ধারে এবং গোপন এক জাহাজ ঘাটে। সমুদ্রটা অবশ্য জংগলটার নিকটেই ছিল। আমির আলী বুঝলো, এই জাহাজ ঘাট দিয়েই তাহলে ভেড়াগুলো বিদেশে চালান দেয়া হয়।

থাক সে কথা। মাটির তলে এসেই ঐ গুদাম ঘরে গেল এবং ভেড়াদের মাঝে খুঁজতে লাগলো, সেখানে শাহজাদী ভেড়া হয়ে আছে কি না। থাকলে তো তাকে চিনতে পারবে শাহজাদী তার ছুটে আসবে তার কাছে।

হলোও ঠিক তাই। আমির আলী অল্প একটু খুঁজতেই, একটা ভেড়া ছুটে এলো তার কাছে এবং তার, মানে আমির আলীর হাত-পা শুঁকতে ও চাটতে লাগলো। তা দেখে আমির আলী তার কানে কানে বললো -তুমি কি শাহজাদী?

সংগে সংগে ভেড়াটা মাথা দোলালো জোরে জোরে। গুদাম ঘরটা পাকা হলেও মেঝে ছিল মাটির। ধূলো ছিল প্রচুর। তখনই ভেড়াটা পা দিয়ে মেঝেতে লিখলো- "হ্যাঁ আমি শাহজাদী আলেয়া।"

তা দেখে আমির আলী চমকে উঠে বললো-"কি কান্ড! কি কাণ্ড! তুমি এখানে? তুমি কি কথা বলতে পারোনা"।

www.pathagar.com

শাহজাদী আবার পা দিয়ে লিখলো- "আমি কথা বলতে পারিনে। তবে সব কথা শুনতে পাই আর বুঝতে পারি।"

আমির আলী বললো-তা তুমি এখানে, মানে এই পাকুরতলায় এলে কি করে?

শাহজাদী লিখলো-"গাফফারের হামলা থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্যে আমার পালকীর বাহকেরা পালকী নিয়ে এখানে পালিয়ে আসে। এতে করে আবার আমরা সবাই এই যাদুকরের যাদুর খপপরে পড়ে গেছি।

আমির আলী বললো- কি তাজ্জব! আল্লাহর বাণী, মানে কোন দোআ-কালাম না শেখার জন্যেই তোমার এই অবস্থা হয়েছে। আল্লাহ্‌র বাণীর কাছে কোন যাদু-টোনা দাঁড়াতে পারেনা- বুঝেছো! এই যে আমাকে দেখো, আমি কোরআন শরীফের আয়াত পড়তে আর বলতে শিখেছি বলেই যাদুকরের যাদু আমাকে ভেড়া বানাতে পারেনি।

এই সময় যাদুকরকে এই দিকে আসতে দেখে আমির আলী ও শাহজাদী দুইজন দুইদিকে সরে গেল।

যাদুকর এসে গুদামে ঢুকলো। তার সাথে গুদামে এলো আর এক বিদেশী লোক। তার কথাবার্তা শুনে আমির আলী বুঝতে পারলো, এই লোকই ভেড়ার বেপারী। ভেড়াগুলো বেচার জন্যে জাহাজ ভর্তি করে ভেড়া নিয়ে এই লোকই বিদেশে-যায়।

গুদাম ঘরে এসে ঐ বিদেশী লোকটা যাদুকরকে জিজ্ঞাসা করলো- তোমার গুদামে এখন মোট কতটা ভেড়া আছে?

যাদুকর বললো- তা হাজার দশেক হবে।

বিদেশী লোকটা খুশী হতে পারলোনা। বললো- মাত্তর হাজার দশেক? ভাগ্যে আমি আগেই জাহাজ নিয়ে আসিনি। তাহলে আমার জাহাজ ভাড়াই পোষাতোনা।

যাদুকর বললো-কি রকম- কি রকম?

বিদেশীটা বললো-কমছে কম বিশ হাজার ভেড়া ছাড়া জাহাজ ভরেনা। দশ হাজার ভেড়া নেয়ার জন্যে জাহাজ আনলে কি জাহাজ ভাড়া

www.pathagar.com

পোষাতো? ভেড়া প্রতি ডবল খরচ পড়তো। একটা নিই, দশটা নিই, জাহাজের ভাড়াটা তো পুরোটাই দিতে হবে আমাকে।

যাদুকর বললো-তা ঠিক -তা ঠিক।

বেপারীটা বললো- তোমার ভেড়াগুলো খুব বড় আকারের আর মানুষ ভেড়ার গোস্তটা খেতেও খুব সুস্বাদু, তাই তোমার এই ভেড়ার প্রচুর চাহিদা আছে দেশে। এ কারণেই তুমি কতটি ভেড়া যোগাড় করেছো- সেই খবর নিতে এলাম।

যাদুকর বললো-বেশ করেছেন। এখন তাহলে ফিরে যান। এক মাস পরে একেবারে জাহাজ নিয়ে চলে আসুন। দশ হাজার ভেড়া তো আছেই। আর দশ হাজার মানুষকে এক মাসে আমি অনায়াসেই ভেড়া বানিয়ে ফেলতে পারবো।

কথা বলতে বলতে গুদাম ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ঐ যাদুকর আর ঐ ভেড়ার বেপারী। যাদুকরের কথা শুনে আমির আলীর ভীষণ রাগ হলো। সে মনে মনে বললো- দাঁড়া ব্যাটা শয়তান। আর একটা মানুষকেও ভেড়া বানানোর সুযোগ তোমাকে দেবোনা। আজই তোমার বাঁশীটা আমি হাত করবো।

করলোও ঠিক তাই। বাঁশী চুরি করার কোন সাধ্য ভেড়াগুলোর না থাকায় যাদুকর বাঁশীটা যেখানে সেখানে রেখেই ঘুমিয়ে পড়তো। আজও তাই করলো। সে তো আর জানেনা যে ভেড়ার মধ্যে মানুষ ঢুকে পড়েছে। তাই বাঁশীটা তার বিছানা থেকে অনেকখানি দূরে একটা টুলের উপর রেখে বিভোর হয়ে ঘুমুতে লাগলো যাদুকর।

এই সুযোগে চুপি চুপি তার ঘরে ঢুকলো আমির আলী। আস্তে আস্তে বাঁশীটা তুলে নিয়েই ফের চুপি চুপি বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

আর তাকে পায় কে? গুদামঘর ও অন্যান্য ঘরগুলো মাটির তলে হওয়ায় প্রত্যেক স্থানেই মশাল জ্বালানো ছিল। মশালের আলোতেই অন্ধকার দূর করা হতো। বাঁশীটা হাত করার পরেই একটা তেল ভর্তি বড়সড় মশাল হাতে নিয়ে আমির আলী ছুটে এলো ঐ গর্তের, মানে সুড়ঙ্গের দুয়ারের কাছে। ঘটনা ঐ একটা। বাঁশী যার হাতে থাকে

www.pathagar.com

ভেড়াগুলোও ছুটে আসে তার পেছনে পেছনে। এবারো তাই এলো। আমির আলী বাঁশী হাতে দুয়ারের কাছে আসতেই গুদামের সব ভেড়া হুড়মুড়-দুড়মুড় তার পেছনে ছুটে এলো দুয়ারের কাছে। এরপর আমির আলী বাঁশী দিয়ে দুয়ারের কপাটে ঠুক্‌ঠুক্‌ করে তিনটে বাড়ি দিতেই খুলে গেল কপাট।

www.pathagar.com

আর কি! সংগে সংগে আমির আলী ও ভেড়াগুলো বেরিয়ে এলো সুড়ঙ্গের বাইরে এবং ছুটতে ছুটতে চলে এলো জংগলের বাইরে ঐ খোলা মাঠে। আগে আগে আমির আলী বাঁশী ও মশাল হাতে ছুটছে। তার পিছে পিছে ছুটছে ভেড়া হয়ে যাওয়া শাহজাদী ও অন্যান্য ভেড়াগুলো। আমির আলীর তখন সে কি আনন্দ।

কিন্তু যাদুকর ঐ ভাবে ঘুমিয়েই রইলোনা। ভেড়াগুলো বেরিয়ে আসার হুটপাটে ঘুম ভেংগে গেল তার। ঘুম ভেংগে যেতেই সে দেখে, ঘরে তার বাঁশীটাও নেই, গুদামে ভেড়াগুলোও নেই। চমকে উঠে সেও ছুটে এলো সুড়ঙ্গের ও জংগলের বাইরে এবং ছুটতে লাগলো আমীর আলী ও ভেড়াগুলোর পেছনে পেছনে।

বাঁশীটা কেড়ে নেয়ার জন্যে যাদুকর মরিয়া হয়ে আমির আলীর কাছে আসার চেষ্টা করতে লাগলো। যাদুকর কাছে আসতেই আমির আলী বাঁশীটা মশালের কাছে এনে বলতে লাগলো- খবরদার! কাছে আসার চেষ্টা করলে এই বাঁশীতে আগুন ধরিয়ে দেবো।

শুনেই যাদুকর অমনি চমকে উঠে দূরে সরে যেতে লাগলো। কারণ সে জানে-বাঁশীতে আগুন দিলেই তার জারিজুরি সব শ্যাষ্। বাঁশীটা পুড়ে গেলে সে নিজে ভেড়া হয়ে যাবে আর ভেড়াগুলো সব মানুষ হয়ে যাবে। তাই দূরে দূরে থেকে সে আমির আলীর পেছনে পেছনে ছুটতে লাগলো এবং বাঁশীটা ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে আমির আলীকে করুণ কণ্ঠে অনুরোধ জানাতে লাগলো।

তার অনুরোধে কান না দিয়ে আমির আলী একটানা ছুটতে লাগলো দেশের বাদশাহর বাড়ী দিকে। বাদশাহর কাছে যাবে সে। শাহজাদীকে কে চুরি করেছে -এটা প্রমাণ করে দেয়াই আমির আলীর উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

এদিকে আমির আলীকে ধরার জন্যে চারদিকে সৈন্য পাঠিয়েছে বাদশাহ। উজির আর উজিরের ছেলে বাদশাহকে বুঝিয়েছে- শাহজাদীকে চুরি করার কারণেই আমির আলী পালিয়ে গেছে। তাকে তার বাড়ীতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই কথা বিশ্বাস করে বাদশাহ আমির আলীকে বন্দি করার চেষ্টা করছে।

আমির আলী বাদশাহর প্রাসাদের কাছে আসতেই উজির ও গাফফার একসাথে চীৎকার করে ডাকতে লাগলো বাদশাহকে। বলতে লাগলো- হুজুর, চোর আমির আলীকে পাওয়া গেছে। একপাল ভেড়া নিয়ে সে আপনার প্রাসাদের কাছে এসেছে। তাকে বেঁধে ফেলার হুকুম দিন, হুজুর।

বাদশাহ বেরিয়ে এলে আমির আলী বাদশাহকে বললো- আপনার মেয়েকে যদি ফেরত পেতে চান, তাহলে আপনার ঐ উজির আর তার ছেলে গাফফারকে বন্দি করুন হুজুর। ওদের বন্দি করলেই আপনার মেয়েকে পেয়ে যাবেন আর কে তাকে চুরি করতে গিয়েছিল সেই আসল চোরও পেয়ে যাবেন।

বাদশাহ আর করবেন কি। মেয়েকে ফেরত পাওয়া যাবে বলে কথা। মেয়েটাকে পাওয়ার জন্যে তিনি সব কিছু করতে রাজী। তখনই তিনি সেপাইদের হুকুম দিলেন ঐ উজির আর তার ছেলেকে বন্দি করার জন্যে। হুকুম পেয়েই সেপাইরা তখনই বাপ-বেটা দুইজনকেই বন্দি করে ফেললো।

ইতিমধ্যে ঐ যাদুরকটাও কাছে এসে গিয়েছিল। এতগুলো ভেড়া এক সাথে দেখে শহরের লোকজনও অনেক সেখানে এসে জড়ো হয়ে গিয়েছিল। আমির আলী সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো-এই যে এবার দেখুন এক মজার খেল মাঠের কৃষক ও রাখালদের বাঘে খেয়েছিল, না কিসে খেয়েছিল, এবার তা দেখুন-

www.pathagar.com

এই বলেই আমির আলী বাঁশীতে আগুন ধরিয়ে দিলো। সংগে সংগে "বাঁচাও-বাঁচাও" বলে আকাশ ফাটানো চীৎকার শুরু করলো শয়তান ঐ যাদুকরটা। কিন্তু চীৎকার করলে কি হবে? বাঁশীটা পুড়ে যাওয়ার সাথে সাথে যাদুরকটা ভেড়া আর ভেড়াগুলো সব আবার মানুষ হয়ে গেল। ভেড়া থেকে মানুষ হয়েই শাহজাদী আলেয়া বেগম আব্বা আব্বা বলে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো বাদশাহকে।

দেখে সবাই অবাক! অবাক তো হবেই। এতবড় কাণ্ড দেখলে অবাক হয়না কে? অবাক হলেন বাদশাহ! অবাক হলো উপস্থিত -সকল লোকজন, কিন্তু ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলো উজির আর তার ছেলে। তারা বুঝতে পারলো, শাহজাদী যখন ফিরে এসেছে, তাকে চুরি করার সব ঘটনা এবার ফাঁশ হয়ে যাবে।

হলোও সব ফাঁশ। যাদুকরের এই যাদুর সব কথা ফাঁশ করে দিলো আমির আলী আর শাহজাদীকে যে গাফফার জোর করে ধরে নিতে গিয়েছিল, সে কথা ফাঁশ করে দিলো শাহজাদী। শাহজাদী বললো-ঐ বদমায়েশ উজির জামনগরের রাজাকে চিঠি লিখেছিল। গাফফার আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে জামনগরে গেলেই জামনগরের রাজা যেন গাফফারের সাথে আমার শাদি দিয়ে দেয়-এই কথা এই উজির সেই চিঠিতে লিখেছিল। আমার পালকীর উপর হামলা করার সময় ঐ চিঠিটা গাফফারের পকেট থেকে পড়ে যায়। আমি ঐ চিঠি আমার পালকীর ছাদে গুঁজে রেখেছি।

পালকীর বাহকেরা এবং পালকীর পাহারাদার সেপাইরাও ভেড়া থেকে মানুষ হয়ে গিয়েছিল। তারা এবার সবাই একবাক্যে বাদশাহকে বললো-জি হুজুর, শাহজাদী যা বললেন-তা সম্পুর্ণ সত্য। ঐ বদমায়েশ গাফফার অনেক সৈন্য নিয়ে গিয়ে পালকীর উপর হামলা করলে, আমরা পালকী

www.pathagar.com

নিয়ে কোনমতে পালিয়ে ঐ পাকুকতলায় আসি আর এই ব্যাটা যাদুকরের যাদুর ফাঁদে পড়ে যাই।

তখনই লোক পাঠিয়ে ঐ পালকী আর উজিরের ঐ চিঠি আনা হলো। দেখা গেল ঘটনা ঠিক। উজিরের হাতের লেখা চিঠি। আর যায় কোথায়? বাদশাহ তখনই জল্লাদ ডাকলেন এবং উজির ও তার ছেলেকে কোতল করে ফেললেন। বাপ-বেটা দুইজনেরই মাথা দেহ থেকে পৃথক হয়ে ধূলার মধ্যে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। অন্যায় কাজের আর মিথ্যা বলার উপযুক্ত শাস্তি পেলো তারা।

আর যাদুকর? সে ব্যাটাকেও রেহাই দেয়া হলো না। তখনই ভেড়া হয়ে যাওয়া যাদুকরকে জবাই করে তার মাংস শেয়াল- কুকুরকে দিয়ে খাওয়ানা হলো। যাদুকরকে জবাই করার সাথে সাথে যাদু দিয়ে তৈয়ার করা তার সুড়ঙ্গের ঘরবাড়ী ও গুদাম- সব চুরমার হয়ে ভেঙ্গে গেল এবং ধূলার সাথে মিশে গেল।

আমির আলী ও শাহজাদী আলেয়া বেগমের এরপর সে কি আনন্দ! তাদের সুখের সীমা অবধি রইলোনা। বাদশাহ খুশী হয়ে আমির আলীর সাথে শাহজাদী আলেয়া বেগমের বিয়ে দিয়ে দিলেন এবং রাজ্যটাও তাদের দুইজনকে দিয়ে দিলেন। আমির আলী বাদশাহ হয়ে রাজ্য চালাতে লাগলো আর বৃদ্ধ বাদশাহ তার বাঁকী জীবন এবাদত বন্দেগী, মানে নামাজ রোজা করে পরম সুখে কাটিয়ে দিলেন।

পাকুর গাছের ছায়ায় বসে কাহিনীটা এই পর্যন্ত বলে থেমে গেল উস্তাদ। পোঁটলায় হেলান দিয়ে কাহিনীটা শুনে সাগরিদটা প্রশ্ন করলো- তাহলে পাথরের এই ভেড়া, মানে মেড়াটা কে বানিয়েছিল উস্তাদ।

উস্তাদ বললো- বাদশাহ হওয়ার পর ঐ আমির আলী। আমির আলীটা তো একজন মস্তবড় পণ্ডিত আর বুজুর্গ লোক। আল্লাহর বাণী, অর্থাৎ পাক

www.pathagar.com

কোরআন পড়া আর জানা থাকলে পরকালে তো প্রচুর লাভ হয়ই, ইহকালেও কতবড় উপকার আর লাভ হয়- সে কথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যেই ঐ আমির আলী সাহেবই এই মেড়াটা বানিয়েছিল। মেড়ার মাথায় লাথি মারতে এলে যে জানে না সেও তো কারো না কারো কাছে জেনে নেবে কাহিনীটা।

এবার খুশী হলো সাগরিদটা। বললো-ঠিক উস্তাদ ঠিক। সব বুঝতে পেরেছি। এবার চলুন উস্তাদ, এখানে অনেক দেরী হয়ে গেল। বহুত দূরের পথ, এবার চলুন-

পোঁটলাটা কাঁধে নিয়ে উঠে দাড়ালো সাগরিদটা। অত:পর পথে নেমে এসে উস্তাদ ও সাগরিদ ফের চলতে শুরু করলো।

www.pathagar.com

জীনের ডিম

রফিক একটা খুব গরীব ছেলে। তার ভাল নাম রফিকুল ইসলাম। বড়ই সুন্দর তার চেহারা। দেখতে একদম রাজপুত্রের মতো। কিন্তু তার বাপ-মা কেউ নাই। জমিজমাও নাই, টাকা পয়সাও নাই। কষ্টে শিষ্টে তার দিন চলে। খড়ের একটা ঘরে একাই থাকে রফিক। খুব সাহসী ছেলে তো! তাই সে ভয় পায়না একা থাকতে।

www.pathagar.com

রফিকের বাপ কিন্তু মোটেই গরীব ছিল না। অনেক তার জমি ছিল। প্রচুর ধান গম হতো সেই জমিতে। ধান গম বেচে অঢেল পয়সা পেতো রফিকের বাপ। সে বেশ বড়লোক ছিল।

কিন্তু এর মধ্যে যে ঘটনা ছিল একটা। ঐ খানের জমিদার, মানে রাজা ছিল খুব বদ। জব্বোর খারাপ লোক। রাজার নায়েবটা ছিল আরো বদ। বদের হাড্ডি। রফিকের বাপ মারা গেলে ঐ ব্যাটা নায়েব তাদের সব জমি কেড়ে নিলো আর সে সব জমি ঐ গাঁয়েরই কয়েকজন বদলোককে দিয়ে দিলো। রফিক তখন ছোট। সে আর করবে কি? সেই থেকেই রফিক গরীব হয়ে গেল।

কিন্তু গরীব হলে কি হবে? গাঁয়ের ভাল লোকেরা রফিককে খুব ভাল বাসে। অমনি অমনি নয় কিন্তু। রফিক খুব ভাল ছেলে তাই তারা ভাল বাসে তাকে। রফিকের বাপও ছিল খুব ভাল মানুষ। রোজা রাখতো, নামাজ পড়তো, মিথ্যা কথা বলতো না, কারো ক্ষয় ক্ষতি করতোনা, দুঃখ দিতোনা কারো মনে। রফিকটাও অবিকল তার বাপের মতো হয়েছে। সেও রোজা রাখে, নামাজ পড়ে, সত্যি কথা বলে আর সবার সাথে মিষ্টি ব্যবহার করে। কারো সাথে কখনই কোন বেআদবী করে না। এর উপর আবার রফিক দেখতেও খুব সুন্দর। এমন ছেলেকে কি ভাললোকেরা ভাল নাবেসে পারে? গাঁয়ের বেশীর ভাগ লোকই ভালবাসে রফিককে। আদর-যত্ন করে। বাড়ীতে পিঠেপুলি হলে তাকে ডেকে এনে খাওয়ায়। তা দেখে গাঁয়ের হিংসুটে আর বদ লোকেরা জ্বলে পুড়ে মরে।

গাঁয়ের ভাল লোকেরা রফিককে টাকা পয়সা আর ধান চাল দিয়ে সাহায্য করতে চায়। রফিক তা নেয় না।

সে বলে, বসে বসে অন্যের সাহায্য খাওয়া গুনাহর কাজ। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া মানুষের সাহায্য খেয়ে চিরদিন বেঁচে থাকা যায় না। সাহায্য খাওয়ার বদলে খেটে খাওয়াই উত্তম। সাহায্যের অন্নের চেয়ে নিজের উপায় করা পয়সার অন্ন অনেক বেশী মিষ্টি।

রফিক তাই পরিশ্রম করে। মজুর খাটে বাড়ীবাড়ী। কাঠ ফাড়ে, মাটি কাটে, জমি চষে, পানি বয়। যে যখন যে কাজ করে নেয়, তাই করে। কোন কাজকে ছোট মনে করে না। এদিকে আবার রফিক খুব সৌখিন ছেলে। যেদিন কোথাও কোন কাজ না পায়, সেদিন বাড়ীতে সে ফুলের বাগান করে।

www.pathagar.com

একদিন সে কি এক কাজে জংগলে গিয়ে দেখে সেখানে ছোট্ট একটা ফুল গাছে সুন্দর একটা ফুল ফুটে আছে। ফুলটা দেখতেও যেমন সুন্দর গন্ধও তেমনই চমৎকার। রফিকের ইচ্ছে হলো, এই সুন্দর ফুলগাছটাও সে নিয়ে গিয়ে তার ফুল বাগানে লাগাবে।

www.pathagar.com

যেমন ইচ্ছে তেমন কাজ। তখনই সে বাড়ীতে ছুটে গিয়ে কোদাল নিয়ে এলো। এরপর শিকড় আর মাটি সমেত ফুল গাছটা তুলে নেয়ার জন্যে সে কোদাল দিয়ে মাটিতে খুব জোরে কোপ দিলো।

ওরে বাবা! কোপ দিয়েই চমকে উঠলো রফিক। কোপ দেয়ার সাথে সাথে ঠং করে বিরাট এক শব্দ হলো। কিছু বুঝতে না পেরে আবার যেই কোপ দিলো, অমনি ঠিক ঐ রকমই ঠং করে শব্দ হলো আবার। এবার সে বুঝতে পারলো, নিশ্চয়ই এখানে মাটির তলে কোন কিছু আছে। তাই সে আস্তে আস্তে সেখানকার মাটি সরিয়ে ফেলতে লাগলো। মাটি খানিকটা সরাতেই দেখে, হ্যাঁ- তার ধারণাই ঠিক। সেখানে একটা পিতলের কলসী পুঁতে রাখা আছে। তখনই সে কলসীটা তুলে ফেললো। কলসীর মুখটা ঢাকনা দিয়ে শক্ত করে আঁটা। জাগাতে গিয়ে দেখে, কলসী বেশ ভারী।

রফিকের আনন্দ তখন দেখে কে? সে বুদ্ধিমান ছেলে। সে বুঝতে পারলো, নিশ্চয়ই এই কলসীর মধ্যে মোহর, মানে সোনার টাকা আছে। আগেকার দিনের রাজা বাদশাহরা এমনি করেই সোনার মোহর কলসী ভরে পুঁতে রাখতো মাটিতে। নসীবের জোরে এমনই একটা মোহর ভরা কলসী আজ সে পেয়ে গেছে। রফিকের মনে আনন্দ আর ধরে না।

তখনই সে ভাবলো, কলসীর মুখ এখানে খুললে অন্য লোক তা দেখে ফেলতে পারে। লোকে এই সোনার টাকা দেখলে আর রক্ষে নেই। চুরি ডাকাতি করে সব নিয়ে নিবে বদ লোকেরা। তার চেয়ে কলসীটা চুপি চুপি বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া ভালো। ঘরে দুয়ার দিয়ে খুললে আর কেউ দেখতে পাবেনা।

তাই করলো রফিক। কলসীটা বাড়ীতে নিয়ে এলো। এরপর ঘরে দুয়ার দিয়ে খুলতে লাগল কলসীর মুখের ঢাক্না। মনটা তার আনন্দে দুলছে তখন। এখনই সে এক গাদা সোনার টাকা দেখতে পাবে।

কিন্তু একি। ওরে বাপ্‌রে বাপ্। কলসীর মুখের ঢাক্নাটা যেই সরিয়ে ফেললো, অমনি কলসীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো দাউ দাউ আগুন। সে আগুনের শিখা লম্বা হয়ে উঠতে উঠতে তার খড়ের ঘরের চালে একদম ঠেকা ঠেকা হয়ে গেল। এই বুঝি পুড়ে যায় ঘরটা তার। হুঁশবুদ্ধি হারিয়ে চেয়ে রইলো রফিক।

www.pathagar.com

এরপর আর এক কান্ড। চোখের পলক ফেলতেই রফিক অবাক হয়ে দেখলো, সে আগুনটা আর নেই। আগুনটা এরমধ্যেই দৈত্যের মতো বিশাল আর ভংয়কর একটা মূর্তি হয়ে গেছে। মূর্তিটার মাথায় ইয়াব্বড়ো মোটা মোটা দুই শিং। খড়ের গাদার মতো মাথা ভর্তি এক গাদা কোঁক্‌ড়ানোচুল। জ্বলন্ত চুলার মতো বড় বড় দুই চোখ। মুখ ভর্তি দাড়ি আর মোটা মোটা দাঁত। হাত পায়ের নখগুলো ছুরির মতো লম্বা আর হাত

www.pathagar.com

পা ও গা ভর্তি গাদা গাদা লোম। পা'টা তার মাটিতে আর মাথাটা ঘরের চালে ঠেকা ঠেকা।

পায়ের কাছে বসা রফিকের দিকে চেয়ে শব্দ করে হাসতে লাগলো মূর্তিটা। অন্য কোন ছেলে হলে ভয়ে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতো। চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়তো মাটিতে। কিন্তু রফিক খুবই সাহসী ছেলে। ভয় পাওয়ার বদলে সে কটমট করে চেয়ে রইলো মূর্তিটার মুখের দিকে এবং শব্দ করে কলেমা পড়তে লাগলো। একটার পর একটা কোরানশরীফের লাইন গড় গড় করে বলে যেতে লাগলো।

তা দেখে শব্দ করে হাসা বন্ধ করলো মূর্তিটা। শব্দ করে না হেসে অল্প হেসে বললো সাব্বাস বেটা! তুমি কোরানশরীফ পড়তে জানো দেখছি। আমিও কোরানশরীফ পড়তে খুব ভালবাসি।

মূর্তিটাকে কথা বলতে দেখে রফিক তখনই প্রশ্ন করলো কে তুমি? ভূতপেত বলে তো কিছু নেই। তুমি জিন, না যাদুকর? যাদুকর হলে আর কোরান পড়বে কি?

মূর্তিটা ফের হেসে বললো - নারে বেটা, না। আমি কোন যাদুকর নই। আমি একটা জীন। তোমার মতোই আমি আল্লাহর এক বান্দা।

রফিকও ফের প্রশ্ন করলো- জীন তো এখানে কেন? জীনটা বললো- আমি ঐ কলসীর মধ্যে বন্দী ছিলামরে বাপ। ভুল করে একটা গুনাহ্ করে ফেলেছিলাম তো! তাই এক আল্লাহভক্ত দরবেশ আমাকে এই কলসীর মধ্যে ভরে ঐ জঙ্গলে পুঁতে রেখেছিল। দরবেশ সাহেব বলেছিলেন, কোন ঈমানদার ছেলের নজরে যেদিন পড়বে, সেইদিন তুমি মুক্তি পাবে, তার আগে নয়। এখন দেখছি তুমিই সেই ঈমানদার ছেলে। তোমার নজরে পড়ায় আমি এত তাড়াতাড়ি মুক্তি পেলাম। সাব্বাস্ বাপজান! আমি খুব খুশী হয়েছি। বলো, তুমি কি চাও? যা চাইবে তাই পাবে তুমি।

এ কথায় রফিক খুশী হতে পারলোনা। তার আশা ছিল, এখনই সে কলসী ভর্তি মোহর পাবে। কিন্তু মোহরের বদলে এই মূর্তি বেরিয়ে আসায় রফিকের মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল- তাই সে অভিমান ভরে বললো- না-না, আমি কিছুই চাইনা। যা পাওয়ার আশা করেছিলাম, তা তো সব মিথ্যা হয়ে গেল। আর আমি চাইবো কি? আমি কিছু চাইনে। তুমি চলে যাও এখান থেকে।

www.pathagar.com

জীন তার অভিমান বুঝতে পারলো। তাই নরম গলায় বললো - তবু একটা কিছু চাও বাপজান। তুমি আমার এতবড় উপকার করলে। তোমাকে তার পুরুষ্কার কিছু না দিয়ে আমি এখান থেকে যাই কি করে? দোহাই বাপজান, একটা কিছু চাও।

www.pathagar.com

এ কথায় রফিক বিরক্ত হয়ে বললো- বটে! তাহলে হাতি ঘোড়ার শিং কিংবা ডিম আন্ডা একটা কিছু দিয়ে তুমি বিদায় হও এখনই।

জীনটা একটু চিন্তা করে বললো- ডিম আন্ডা? ঠিক আছে। তাহলে এই ডিমটাই নাও তুমি।

এই বলে জীনটা তার পকেট থেকে বেলের মতো বড়-সড়ো আকারের একটা ধবধবে সাদা ডিম বের করে রফিকের সামনে রাখলো এবং এরপরে সে মিলিয়ে গেল।

রফিক কিছু বলার জন্যে মুখ তুলেই দেখলো, জীনটা আর সেখানে নেই, সে হাওয়া হয়ে গেছে। তার সামনে পড়ে আছে মস্তবড় এক ডিম। দুঃখের হাসি হেসে রফিক মনে মনে বললো হুঁ! আশা করলাম মোহর আর পেলাম ডিম! খারাপ কপাল আর বলে কাকে।

কি আর সে করবে তখন! দুঃখিত মনে উঠে দাঁড়ালো রফিক। এরপর কলসীটা নিয়ে গিয়ে ঘরের এক কোণে রেখে ডিমটা তুলে রাখলো তাকের উপর।

সেদিন রফিক আর কোথাও গেলনা। ভাতও রাঁধলো না ভারী মনে সারাবেলা ঘরের বাইরে বসে বসে কাটালো। হাঁড়িতে সকালের কিছু শুকনো ভাত ছিল। রাত্রিকালে তাই খেয়ে ক্ষুধার জ্বালা মেটালো আর এশার নামাজ আদায় করে শুয়ে পড়লো সকাল সকাল।

কিন্তু মন খারাপ থাকায় চোখে তার একটুও ঘুম এলোনা। শুধু শুধুই চোঁখ বুজে সে পড়ে রইলো বিছানায়। এরপর মাঝরাতের দিকে আবার সে যারপর নেই চমকে গেল। চোখ মেলে দেখে আর এক জব্বোর কান্ড। তার আঁধার ঘরটা ভরে গেছে আলোতে। দিন বরাবর রোশা নাই হয়ে গেছে তার ঘর। রফিক তাজ্জব হয়ে ভাবলো ঘটনা কি? আগুন টাগুন লাগলো নাকি তার ঘরে? কোথা থেকে আসছে এই আলো? আলো আসছে জীনের দেয়া ঐ ডিম থেকে। ডিমটা ফেটে দুইভাগ হয়ে গেছে আর ঐ ডিমের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে। ডিমের ভেতরে সে ছোট হয়ে ছিল। ডিম থেকে বেরিয়ে এসেই সে এক পুরোপুরি যুবতী মেয়ে হয়ে গেল। রফিক আরো দেখলো, মেয়েটার রূপের আলোতেই ঘরটা এমন আলোকিত হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

এটা বুঝতে পেরেই রফিক আর নড়াচড়া করলোনা। চাদর মুড়ি দিয়ে সে শুয়ে ছিল। চাদরের ফাঁক দিয়ে চুপি চুপি দেখতে লাগলো, এরপর কি হয়।

সে দেখলো, ডিম থেকে বেরিয়ে এসে মেয়েটি আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে চলে গেল। অনেকক্ষণ পরে ফিরে এসে সে আবার ঐ ডিমের মধ্যে ঢুকলো। দুইভাগ হয়ে যাওয়া ডিমের খোসাটা আবার জোড়া লেগে আগের মতোই নিখুঁত গোটা ডিম হয়ে গেল। ডিমটার গায়ে ফাটা ফুটার কোন চিহ্নই রইলো না।

এরপরে এক একদিন এক এক কান্ড ঘটতে লাগলো। পরের দিন রফিক দেখলো, তার ঘর দামী দামী আসবাবপত্রে ভর্তি। টেবিল-চেয়ার-আলনা, বাটি-বর্তন হাঁড়ি-কুঁড়ি আরো কত কি। সবই দামী আর চক্‌চক-ঝকঝকে। সেই সাথে দেখলো, আলনায় দামী দামী পোষাক আর হাঁড়ি পাতিল ভর্তি নানা রকম সুস্বাদু খাবার। এরপরে একদিন দেখলো, তার সেই নড়বড়ে চৌকিটা আর নেই। সেখানে সোনার পালংক পাতা আর পালংকের উপর গদী আঁটা রাজা-বাদশাহর বিছানা। এরপর দুই একদিন না যেতেই আবার সে দেখলো, তার টাকা পয়সারও কোন অভার নেই। ঘরের কোণে রাখা জীনের ঐ কলসীটা সোনার টাকায় ভর্তি হয়ে আছে।

রফিক অবাক। ব্যাপার কি? কি করে হচ্ছে এসব? রফিক এর কিছুই বুঝতে পারলোনা। তবে একটা ব্যাপার ঠিক ঠিকই বুঝতে পারলো সে। সে বুঝতে পারলো- ডিম থেকে ঐ রূপসী মেয়েটা প্রতিরাতেই বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে এসে মেয়েটা প্রায় রাতেই ঘরের বাইরে যায়। কোন কোন রাতে আবার রফিকের বিছানায় বসে ঘুমিয়ে থাকা রফিককে পাখা দিয়ে বাতাস করে। রফিক চোখ মেললেই অমনি মেয়েটা দৌড়ে গিয়ে ঐ ডিমের খোসার মধ্যে ঢুকে। রফিক দেখে আর অবাক হয়। এইভাবে কয়েকদিন কাটলো। তারপর একদিন রফিক ভাবলো, প্রায় রাতেই মেয়েটা ঘরের বাইরে কোথায় যায়- তাতো একবার দেখতে হয়।

এই কথা ভেবে রফিকের ঘুম এলোনা সে রাতে। ঘুমের ভান করে চোখ বুঁজে পড়ে রইলো বিছানায়। এরপর দুপুররাতে মেয়েটা যেই বাইরে গেল, রফিকও উঠে চুপি চুপি তার পেছনে পেছনে বাইরে এলো। সে

www.pathagar.com

দেখলো, মেয়েটা বেশী দূরে গেলনা। রফিকের বাড়ীর পাশেই অনেক দিনের একটা ভাঙ্গা মসজিদ ছিল। মেয়েটা এসে সেখানে দাঁড়ালো এবং শব্দ করে বললো- হুজুর আছেন?

সংগে সংগে সেই জীনটা এসে মেয়েটার সামনে দাঁড়ালো এবং বললো- জি আম্মা, আমি আছি। বলো আবার কি চাই?

www.pathagar.com

আড়ালে দাঁড়িয়ে রফিক এ দৃশ্য দেখতে লাগলো।

মেয়েটি বললো- চাই মানে, ঘরে যে আর আসবাবপত্র ধরছেনা হুজুর। এ ছাড়া, খড়ের ঘরে ওসব আসবাবপত্রও মানায় না। দালান ঘর না হলে-

জীনটা হেসে বললো- ও, এই কথা? ঠিক আছে, তুমি যাও। শিগগিরই ঐ ঘরটা এখানকার রাসপ্রাসাদের চেয়েও সুন্দর একটা প্রাসাদ হয়ে যাবে। বাড়ীটাও রাজবাড়ী হয়ে যাবে। খুশী তো!

মেয়েটাও হেসে বললো- জি হুজুর, খুশী।

জীনটা ফের প্রশ্ন করলো- ঐ ছেলেটাকে, মানে ঐ রফিকুল ইসলাম রফিককে তোমার পছন্দ হয়েছে তো?

মেয়েটা একটু শরম পেলো। মাথা নীচু করে হাসি মুখে বললো- জি হুজুর, খুব।

জীনটা হাত তুলে বললো- আল্লাহতায়ালা তোমাদের ভালাই করুন। এবার যাও -

মেয়েটা ঘুরে দাঁড়াতেই রফিক দৌড়ে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো এবং ঘুমিয়ে থাকার মতো চোখ বুজে রইলো। মেয়েটাও ফিরে এসে ডিমের মধ্যে ঢুকলো।

এ সব ঘটনা দেখে খুবই তাজ্জব হলো রফিক। এসব কথা শুনে খুব আনন্দও হলো তার। এ সব কারণে চোখে তার ঘুম এলো না অনেকক্ষণ পর্যন্ত। ঘুম এলো একদম শেষ রাতে। অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে রফিক একেবারে হতবাক।

ঘুম থেকে উঠে চোখ মুছে দেখে, তার সেই খড়ের ঘরটা আর নেই। তার খড়ের ঘরটা দালান ঘর হয়ে গেছে। শুধুই কি দালান ঘর? রাজা-বাদশাহর দালান ঘরের চেয়েও খুব সুন্দর আর ঝক্‌ঝকে। কত রকমের রং সে ঘরে।

ঘরের বাইরে এসে রফিক যে আরো কত অবাক হলো, তা বলাই যাবে না। অবাক হয়ে সে হাত দিলো গালে। দেখলো, সেই দালানঘরটা

www.pathagar.com

একতলা নয়, তিনতলা দালান। ঘাড় ভেংগে দেখতে হয়। এরপর চারদিকে চোখ দিয়ে রফিক অবাকের উপর আরো অবাক হলো। দেখলো,

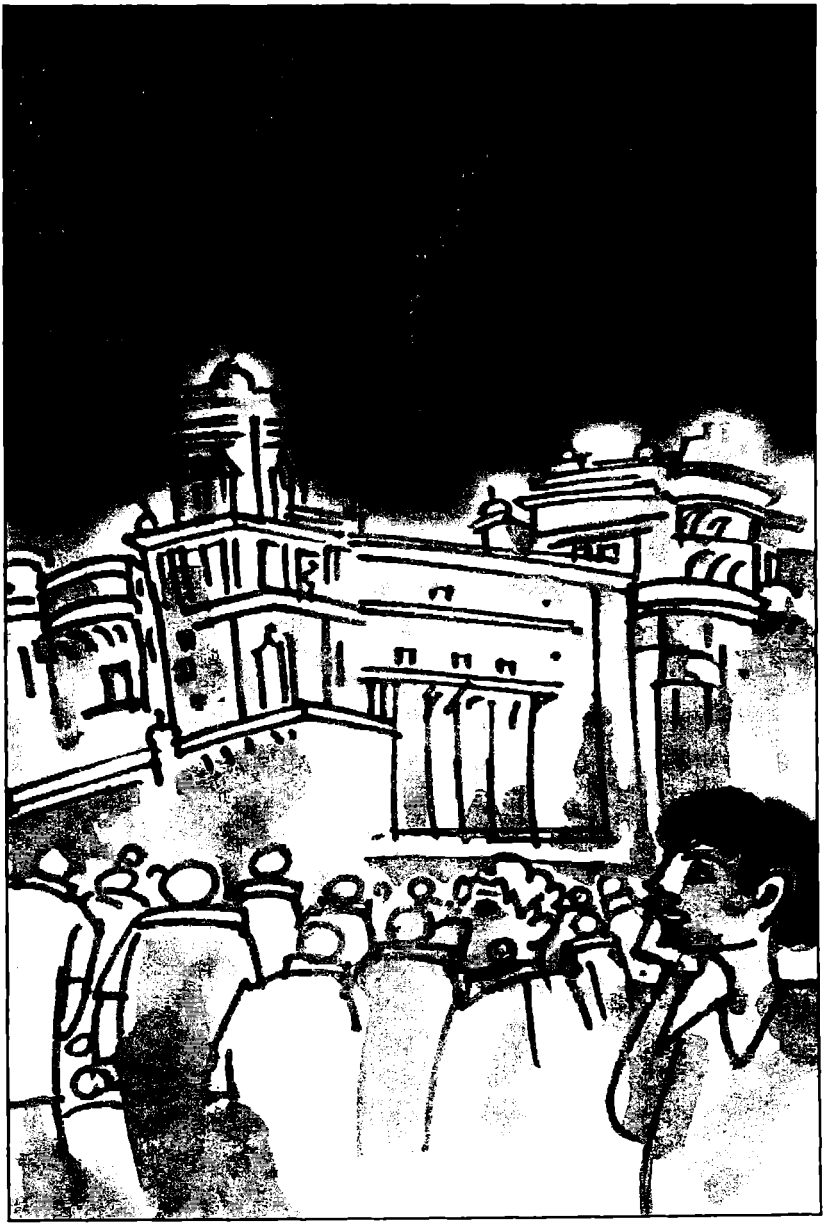

www.pathagar.com

শুধু এই একটা দালানই নয়। তার বাড়ী ভর্তি ছোট বড় আরো অনেক দালান ঘর উঠেছে। বাড়ীটা একদম রাজবাড়ী হয়ে গেছে। চারদিকে গিজ গিজ করছে দাস দাসী। সেই সাথে সে আরো দেখে, গাঁয়ের সব লোক এসে জড়ো হয়েছে তার বাড়ীর চারপাশে। তারা অবাক হয়ে দেখছে তার বাড়ীটা।

বেহুঁশ হয়ে রফিক কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তা তার খেয়াল নেই। খেয়াল হলো কয়েকজন চাকরের ডাকে। কয়েকজন চাকর একটা খুবই দামী চেয়ার এনে সেখানে পেতে দিয়ে বললো- হুজুর, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন হুজুর, এই চেয়ারটায় বসুন। হায়-হায়, হুজুরের পায়ে নিশ্চয়ই এতক্ষণ ব্যথা ধরে গেছে।

তাদের দিকে চেয়ে রফিক বললো- তোমরা কারা?

চাকরদের মধ্যে একজনের নাম ঈমান আলী। ঈমান আলী বললো- আমরা আপনারই চাকর নফর হুজুর। আপনারই খেদমতে আমাদের চাকুরী দেয়া হয়েছে।

রফিক বললো-চাকুরী দেয়া হয়েছে? কে দিয়েছে চাকুরী?

ঈমান আলী বললো- আমাদের আম্মা বেগম হুজুর। আম্মা বেগম চাকুরী দিয়েছেন আমাদের।

রফিক বললো- আম্মা বেগম। সে আবার কে?

ঈমান আলী বললো- আপনার বউ হুজুর। আপনার বিবি।

রফিক ফের তাজ্জব হয়ে বললো- আমার বউ?

ঈমান আলী বললো-জি হুজুর। এই প্রাসাদেই তো আছেন তিনি। খাসা হুজুর। আপনার বিবি, মানে আমাদের আম্মা বেগম খাসা দেখতে। একদম পরীর মতো।

একথা বলো একটু শরম পেলো ঈমান আলী। মাথা নীচু করে সে হাত কচলাতে লাগলো। রফিক বললো-তোমরা দেখেছো তাকে?

ঈমান আলী বললো-দেখবোনা কেন হুজুর। এই তো একটু আগেই আপনার ঘরে গেলেন তিনি।

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ চিন্তা করে রফিক বুঝলো, এটা তাহলে নিশ্চয়ই ঐ ডিমের মধ্যে থাকা রূপসী কন্যার কাজ। এটা বুঝতে পেরে রফিক আবার প্রশ্ন করলো- কখন দিলো চাকুরী তোমাদের?

ঈমান আলী বললো- এইতো কিছুক্ষণ আগে হুজুর। আপনি তখন ঘুমিয়ে ছিলেন।

রফিক আর অবাক হলো না। কত আর অবাক হবে সে। কয়দিন ধরেই তো এসব হতেই আছে হরদম। তাই আর কোন কথা না বলে রফিক চুপ হয়ে গেল।

কিন্তু এসব দেখে চুপ হয়ে রইলোনা সে গাঁয়ের ঐ বদ লোকেরা। বদ লোকদের মধ্যে দুইজনের বাড়ী রফিকের বাড়ীর একদম নিকটে। এদের একজনের নাম আন্‌জাত আর অন্যজনের নাম মুন্‌তাজ। এই আনজাত আর মুনতাজ তখনই দৌড় দিয়ে ঐ বদ নায়েবটার কাছে গেল। এই বদ নায়েবটাই তো রফিকের বাপের সব জমি কেড়ে নিয়ে আন্‌জাত মুন্‌তাজ এইসব বদ লোকদের দিয়েছে। নায়েবের কাছে এসে আন্‌জাত হাঁপাতে হাঁপাতে বললো- নায়েব বাবু- নায়েব বাবু, একি অবাক কাণ্ড! এক দেশে দুই রাজা!

নায়েব প্রশ্ন করলো-দুইরাজা কেমন?

আন্‌জাত বললো- আমাদের রাজা মশাইতো আছেই। এর উপর আবার আমাদের গাঁয়ের ঐ রফিকটাও রাজা হয়ে গেছে। বিশাল রাজবাড়ীর মতো তার বাড়ী আর রাজরানীর চেয়েও সুন্দরী তার বউ।

শুনে নায়েব বললো এ্যাঁ! বলো কি? রাজা হয়ে গেছে? তাহলে চলো-চলো, এখনই এ খবরটা আমাদের রাজা মশাইকে দিই-চলো, এখনই এ খবরটা আমাদের রাজা মশাইকে দিই-চলো। শুনলে রফিকের রাজা হওয়াটা বের করে দেবে রাজা মশাই।

তারা তিনজনই এবার একসাথে চলে এলো সেই এলাকার রাজার কাছে। সব কথা শুনে রাজা তো ক্ষেপে টং! বললো– কি, এতদড় সাহস! আমি রাজা থাকতে আমার রাজ্যের রাজা হয় আর একজন? আমার সাথে

www.pathagar.com

পাল্লা দিয়ে রাজবাড়ী বানায়? এই, কে আছিস! এখনই বেঁধে আন ঐ ব্যাটা রফিককে।

সেপাইদের ডাক দিলো রাজা। সংগে সংগে মুন্‌তাজ বললো- শুধু রফিককে নয় কর্তা। রফিকের বউটাকেও ধরে আনুক আপনার সেপাইরা।

www.pathagar.com

রাজা বললো- কেন, ওর বউ এনে আমি কি করবো? মুন্‌তাজের আগেই জবাব দিলো আন্‌জাত। আন্‌জাত বললো-রাণী বানাবেন রাজামশাই। ওর বউটা এতই সুন্দরী যে, আপনার সাত সাতটা রাণীর মধ্যে কেউই এত সুন্দরী নয়।

রাজা বললো- কি করে বুঝলে?

আন্‌জাত বললো- আজ্ঞে হ্যাঁ রাজা মশাই। এতটাই সে সুন্দরী।

আনজাত বললো-আপনার রাণীরা তো আঁধার রাতে বাইরে এলে একটুও আলো পড়ে না কোথাও। অথচ ঐ রফিকের বউ বাইরে এলে তার রূপের আলোতে চারদিক ফর্সা হয়ে যায়।

রাজা বললো- বলো কি! এতই সে সুন্দরী?

আনজাত বললো-দেখেছি মানে কি। রফিকের বাড়ীর একদম লাগালাগি আমার বাড়ী। রফিকের বউ প্রায় রাতেই ঘর থেকে বাইরে এসে কোথায় যেন যায়। ঐ বউটা ঘর থেকে বেরোলেই তার রূপের আলোতে চারদিক রোশনাই হয়ে যায়। আমার জানালাতেও ঐ রূপের আলো এসে লাগে।

রাজা একদম নেচে উঠে বললো- এ্যাঁ! এয়সা বাত! ঠিক হ্যায়! আলবত্ ওকে আমি আমার আর এক রাণী বানাবো।

এই বলেই রফিক এবং রফিকের ঘরে থাকা ঐ মেয়েটাকে ধরে আনার জন্যে রাজা তখনই কয়েকজন সেপাই আর এক সেনাপতিকে পাঠিয়ে দিলো।

সেপাইদের নিয়ে সেনাপতিটা রফিকের বাড়ীর কাছে আসতেই ঐ ভাংগা মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলো ঐ জীনটা। দূরে থেকে তার লম্বা হাত দিয়ে জোরে একটা থাপ্‌পড় মারতেই সেপাই কয়টা ভর্তা হয়ে মাটির সাথে মিশে গেল। কি দিয়ে কি হয়ে গেল, সেনাপতিটা কিছুই বুঝতে পারলোনা। সেপাইদের মাটির সাথে মিশে যেতে দেখেই সেনাপতিটা পেছন থেকে দিলো ভোঁ দৌড়। এক দৌড়ে এসে রাজার সামনে আছাড় খেয়ে পড়লো এবং কাঁপতে কাঁপতে বললো- বিরাট শক্তিমান লোক রাজা

www.pathagar.com

মশাই, ঐ রফিকটা বিরাট শক্তিমান লোক। ঐ কয়জন সেপাই দিয়ে তার কিছুই করা গেল না। সেপাইরা সব মারা গেল!

শুনে রাজা ক্ষেপে একদম আগুন হয়ে গেল। সিংহাসন থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো- কি, ব্যাটার এতবড় সাহস? আমার সেপাই মারে, ওর ঘাড়ে কয়টা মাথা আছে! শয়তানটাকে নিজে আমি দেখবো!

এই বলেই রাজা তার প্রধান সেনাপতিকে ডেকে বললো-আমি নিজে যাচ্ছি ঐ ব্যাটা রফিককে শায়েস্তা করতে। আমার সমস্ত সৈন্য নিয়ে তুমি আমার পেছনে পেছনে এসো।

রাজা তখনই সিংহাসন থেকে নেমে এলো এবং তলোয়ার খুলে নায়েব, আন্‌জাত আর মুন্‌তাজকে বললো- এসো, তোমরা আমার সাথে এসো। ঐ ব্যাটা রফিকের কি দশা করি আমি, তা দেখবে এসো।

ঐ তিনজনকে সাথে নিয়ে রওনা হলো রাজা। রফিকের গাঁয়ের কাছে আসতেই ঐ গাঁয়ের সকল বদলোক খুশী হয়ে এক দৌড়ে রাজার কাছে এলো। রফিকের সৌভাগ্য দেখে সবাই এরা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছিলো। রাজা এবার রফিকটাকে কেটে কেমন টুকরো টুকরো করে তা দেখার জন্যে তারা আনন্দে নাচতে নাচতে এসে রাজার সাথে যোগ দিলো)

রাজাকে আসতে দেখে ঘাব্‌ড়ে গেল রফিক। কিন্তু তাকে কিছুই করতে হলোনা। ঐ বদলোকদের নিয়ে রফিকের বাড়ীর কাছে আসতেই বেরিয়ে এলো জীনটা। সে লম্বা একটা দড়ি তাদের দিকে ছুড়ে দিয়ে রাজা এবং রাজার সাথের সব লোকগুলোকে খড়ির বোঝার মতো করে একপলকে বেধেঁ ফেললো। এরপর তাদের এনে একটা গাছের সাথে শক্ত করে বেঁধে রাখলো।

এরমধ্যেই রাজার সবগুলো সৈন্য নিয়ে চলে এলো প্রধান সেনাপতি। রাজার অন্যান্য সকল সেনাপতিও তার সাথে এলো। তা দেখে জীনটা এবার সেই দিকে এগিয়ে এলো। আকাশের দিকে হাত বাড়াতেই জীনটার হাতে চলে এলো তাল গাছের মতো মোটা আর লম্বা লোহার এক লাঠি।

www.pathagar.com

সেই লাঠি দিয়ে দমাদ্দম কয়েকটা বাড়ি মেরে জীনটা রাজার সকল সেনাপতি আর সৈন্যদের একদম মাটির সাথে মিশিয়ে দিলো। এমনভাবে মিশিয়ে দিলো যে, তাদের কারো হাড় হাড্ডিও খুঁজে পাওয়া গেলোনা।

এবার জীনটা ফিরে এলো গাছের সাথে বেঁধে রাখা রাজা ও তার সঙ্গীদের কাছে। জীনটাকে কাছে আসতে দেখেই থর থর কাঁপ ধরলো তাদের সকলের গায়ে। জীনটা এসে প্রথমে রাজাকে বললো-সাত সাতটা রাণী থাকতে আরো রাণী চাই তোমার, তাইনা? রফিকুল ইসলাম রফিকের এই প্রাসাদ আর ধনদৌলত চাই?

এই বলেই জীনটা রাজার গালে এমন এক থাপপড় মারলো যে, রাজার সব কয়টা দাঁত ঝরঝর করে খসে পড়লো মাটিতে আর তার মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়তে লাড়লো। এরপর জীন ঐ বদ নায়েব আর গাঁয়ের ঐ বদলোকগুলোর দিকে চেয়ে বললো- পরের জমি আর পরের মাটি খুব মিঠা, তাই না? খাও, যতপারো এবার ঐ মাটিই খাও-

বলেই জীনটা চোখের পলকে বিশাল এক গর্ত খুড়ে ফেললো এবং রাজা, নায়েব আর ঐ বদলোকদের সবাইকে গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে জীবন্ত তাদের মাটি চাপা দিলো।

সাফ হলো দুশমন। রফিকের আর কোন শত্রু রইলো না। জীনটা এরপর দেশের সকল লোকদের ডেকে এনে হাজির করলো সেখানে। রফিককে দেখিয়ে দিয়ে তাদের বললো -এখন থেকে তোমাদের রাজা এই রফিকুল ইসলাম। তোমরা কি এতে খুশী?

দেশের সকল লোক বিপুল আনন্দে একসাথে বললো-খুশী হুজুর, আমরা সবাই খুব খুশী। এই নতুন রাজা খুব সৎ আর ঈমানদার মানুষ-এটা আমরা আগে থেকেই জানি। আগের রাজা আর তার নায়েবটা ছিল খুব বদ। আমাদের জ্বালিয়ে মেরেছে।

www.pathagar.com

জীনটা বললো বেশ, তাহলে তোমরা যাও। এরাজা কখনই দুঃখ দেবেনা তোমাদের।

লোকজন সব চলে গেল। তামাম ঝুটঝামেলা মিটে গেল। রফিক খুশী হয়ে জীনকে বললো-আপনি বড়ই মহৎ হুজুর। আমার জন্যে কত কি করলেন।

জীনটা হাসিমুখে বললো- না, করা আমার এখনো শেষ হয়নি। আর একটা কাজ বাকি আছে। আর সে কাজটা হলো তোমার শাদি, মানে বিবাহ দেয়া।

রফিক তাজ্জব হয়ে বললো- আমার বিবাহ কার সাথে আমার শাদি, মানে বিবাহ দেবেন হুজুর?

জীন বললো-কেন, তোমার ঘরে ডিমের মধ্যে যে মেয়ে আছে তার সাথে। সে একজন আল্লাহ ভক্ত, ঈমানদার আর রূপসী মেয়ে। তুমিও একজন আল্লাহভক্ত, ঈমানদার আর দর্শনধারী ছেলে। তাই ঐ মেয়েটা তোমাকে খুব ভালবেসে ফেলেছে। আমার মনে হয়, তুমিও তাকে পছন্দ করো। তাই তোমাদের শাদিটা এবার হয়ে যাওয়া উচিত।

রফিক খুশী হয়ে বললো- হুজুর আমার মনের কথাই বলে ফেলেছেন। কিন্তু হুজুর, মেয়েটা ঐ ডিমের মধ্যে এলো কি করে?

জীন বললো-সে অনেক কথা। তবে ডিমের মতো দেখতে হলেও, ওটা ডিম নয়। ওটা একটা নিরাপদ কৌটা বা বাক্সো। আমিই মন্ত্র দিয়ে ঐ বাক্সোটা তৈয়ার করেছি। কোন্ দুশমন ও বাকসো ভাংতে পারবেনা। মেয়েটা যখন ইচ্ছা তখনই ঐ ডিমের মতো বাকসো থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে, আবার ঐ বাক্সের মধ্যে যেতে পারবে। তবে তোমাদের শাদি হয়ে গেলে মেয়েটার আর ঐ কৌটা, মানে বাকসের মধ্যে যাওয়ার দরকার হবে না।

www.pathagar.com

রফিক বললো-তাই নাকি হুজুর! বড় তাজ্জব কথা। তা মেয়েটাকে ঐ বাক্সের মধ্যে যেতে হলো কেন, সে কথাটা একটু বলুন হুজুর। সে কথাটা শুনার আমার খুবই ইচ্ছে হচ্ছে।

জীন বললো-শুনবে? বেশ শুনো এটা একটা লম্বা কাহিনী। এই মেয়েটা হলো পারস্য দেশের এক মস্তবড় বাদশাহর মেয়ে। এই একটিমাত্র সন্তান তাদের। অনেক দোআ কালাম পড়ার পর এই মেয়েটি জন্মে। মেয়েটা দেখতে অপরূপ সুন্দরী হওয়ায় একটা দুষ্ট জীন তাকে বিয়ে করতে চায়। বাদশাহ তাতে রাজী হয় না। এতে করে ঐ দুষ্ট জীনটা বাদশাহ্ বেগম আর ঐ পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলে। সেনা সৈন্য সব মেরে ফেলে আর বাদশাহর দালান কোঠা সব ভেংগে চুরে ধূলোর সাথে মিশিয়ে দেয়। এরপর এই মেয়েটাকে ধরার জন্যে ঐ দুষ্ট জীনটা তাড়া করতে থাকে। ঠিক ঐ সময় আমি সেখানে এসে হাজির হই। তখনই ঐ দুষ্ট জীনটাকে হত্যা করে আমি মেয়েটাকে রক্ষা করি।

একটু থেমে জীনটা ফের বললো- এর পরে মহা চিন্তায় পড়ে গেলাম আমি। মেয়েটাকে রাখি কোথায়? বাপ-মা নেই, আত্মীয় কুটুম নেই, বাড়ী ঘরও নেই! একে কোথায় আর কার কাছে রেখে যাই? বাধ্য হয়ে অবশেষে মেয়েটাকে আমার নিজের কাছেই রেখে দিলাম। খোলামেলা রেখে দিলে আবার কোন বদ জীনের বা বদ মানুষের নজরে পড়তে পারে ভেবে, আমি ঐ ডিমের মতো, বাকসোটা তৈয়ার করলাম আর ঐ বাকসের মধ্যে মেয়েটাকে রাখলাম। এর ফলে মেয়েটার আর বিপদ থাকলো না। মেয়েটা যেমনই আল্লাহ ভক্ত, তেমনই সৎ ও সুন্দরী। আমি স্থির করলাম, এই রকম একটা আল্লাহ ভক্ত আর সৎ ও সুন্দর ছেলের সাথে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দেবো।

www.pathagar.com

এই খানি বলে জীনটা থেমে গেল। অনেকক্ষণ সে আর কথা বলছেনা দেখে রফিক প্রশ্ন করলো- তারপর? তারপর কি হলো হুজুর?

জীনটা ফের বললো- তারপর আমি ভেবে দেখলাম, ঐ পাহাড় ঘেরা মরুভূমির দেশে বদজীনের উৎপাৎ খুব বেশী। তাই মনে মনে ঠিক করলাম, মেয়েটাকে তোমাদের দেশে এনে আল্লার প্রতি ভক্তিওয়ালা একটা সৎ ছেলের সাথে শাদি দিয়ে আমি আমার দায়িত্ব শেষ করবো। এই চিন্তা করে মেয়েটাকে রাখা ঐ ডিমের মতো বাকসোটা পকেটে তুলে নিলাম আর তোমাদের দেশের দিকে আসতে লাগলাম। এই আসতে গিয়েই বিপদ হলো আমার।

রফিক বললো- কি বিপদ হুজুর?

জীন বললো- মস্তবড় বিপদ। ঐ আসার পথে কখন যে এক আল্লাহওয়ালা দরবেশের আস্তানা ভেংগে ফেলেছি, আমি বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারলাম দরবেশ আমাকে ধরে ফেলার পরে। কিছু বলার আর সময় পেলাম না। দরবেশ সাহেব তখনই আমার পকেটে ঐ ডিম সমেত আমাকে কলসীর মধ্যে ভরে ফেললেন। এরপরে কলসীটা এনে তোমাদের এই জংগলে পুঁতে রেখে গেলেন। বলে গেলেন, কোন আল্লাহ ভক্ত ঈমানদার ছেলের হাতে পড়লে তবেই মুক্তি পাবে।

রফিক বললো- তারপর হুজুর।

জীন বললো- আমি বেজায় ঘাবড়ে গেলাম। ভাবলাম কতশত বছর বুঝি আমাকে এই মাটির তলে থাকতে হবে। তাই হরদম আল্লাহ আল্লাহ করতে লাগলাম। এতে আল্লাহর দয়া হলো। বছর দুই না যেতেই তুমি

www.pathagar.com

আমাকে তুলে আনলে আর কলসীর মুখ খুলে আমাকে মুক্তি দিলে। তখনই বুঝলাম, তুমি একজন ঈমানদার ও আল্লাহ ভক্ত সৎ ছেলে।

জীনটা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো। রফিক বললো- বাপরে! এ যে এক তাজ্জব কাহিনী। তা মেয়েটার কোন নাম নেই হুজুর?

জীন বললো- আছে আছে। মেয়েটার বাপ-মায়ে নাম রেখেছিলেন খাতুনে জান্নাত ফজিলাতুন নেছা। মেয়েটা দেখতে ফুলের মতো সুন্দর বলে আমি ছোট করে নাম রেখেছি- ফুল বানু। ঐ অতবড় নামে না ডেকে আমি তাকে ফুলবানু বলেই ডাকি। এই ফুলবানুর সাথেই তোমাকে এখনই শাদি দিতে চাই। তুমি রাজী?

মনে মনে খুব খুশী হয়ে রফিকর বললো- জি হুজুর, রাজী। জীনটা তখনই ডাক দিলো- ফুলবানু, ফুলবানু আম্মা, এখানে এসো-

ডাক শুনেই ডিমের মধ্যে থাকা ঐ মেয়েটি তখনই সেখানে এসে হাজির হলো। ইতিমধ্যে কয়েকজন মোল্লামুসল্লী মানুষকে ডেকে আনা হয়েছিল। জীনটার অনুরোধে তারাই রফিকুল ইসলামের সাথে ফুল বানুর শাদি পড়িয়ে দিলেন।

শাদির অনুষ্ঠান ও মিষ্টি বিতরণ শেষ হলে, মুসল্লীরা চলে গেলেন। এরপর জীনটা রফিকুল ইসলাম ও ফুলবানুকে বললো-তোমরা সুখে থাকো আব্বা, সুখে থাকো আম্মা, আমি এবার আসি। আমাকে বিদায় দাও, আমি আমার নিজের জায়গায় চলে যাই।

শুনে রফিক ভয়ে ভয়ে বললো-চলে যাবেন হুজুর? এরপর আমাদের উপর কোন দুশমনের হামলা হলে আমাদের রক্ষে করবে কে?

জীনটা বললো- ভয় নেই বাপজান। তোমরা আল্লাহওয়ালা ঈমানদার লোক। আল্লাহতায়ালাই তোমাদের রক্ষে করবেন। এ ছাড়া আমি যেখানেই থাকিনে কেন, সব সময় আমার নজর থাকবে তোমাদের উপর। কোন মুসিবত দেখলে তখনই আমি ছুটে আসবো তোমাদের কাছে।

www.pathagar.com

রফির বললো-আসবেন তো হুজুর?

জীনটা বললো- আলবত আসবো। কথা দিলাম তোমাদের। তাহলে আসি বাপজান! আল্লহ্ হাফেজ।

www.pathagar.com

রফিক ও ফুলবানু এক সাথে বললো -আল্লাহ হাফেজ।

জীনটা এবার উড়াল দিলো আকাশে এবং আস্তে আস্তে বাতাসের সাথে মিলিয়ে গেল।

সেই দিকে চেয়ে রইলো রফিক ও ফুলবানু। এই সময় একটি অচিন পাখী আকাশে দেখা গেল। পাখীটা গেয়ে গেল "বদ লোকেরা সাজা পেলো, সৎ লোক রাজা হলো- ডিং ডিং- ডিং।"

রফিক ও ফুলবানু এরপর পরম সুখে দিন কাটাতে লাগলো।

www.pathagar.com

রাজকন্যার পোষাপাখী

এক রাজার দুই রাণী। দুইরানীর তিন কন্যা। বড় রাণীর এক কন্যা আর ছোট রাণীর দুই কন্যা। রাজা লোকটা খারাপ নয়। বড় রাণীটাও সৎ আর খুব সুন্দরী মেয়ে। তবু বড় রাণীকে বিয়ে করার এক বছরের মধ্যেই রাজা আবার ছোটরাণীকে বিয়ে করে। কেন করে তা কি কেউ জানে? অনেকেই জানেনা। জানবে কি করে? কারণটা তো বড় নয়।

www.pathagar.com

রাজা আবার বিয়ে করে রাজবাড়ীর কয়েকজন কুটনী বুড়ির কথায়। কুটনীরা তো ভাল করেনা কারো! তারা ক্ষতি করে সবার। বড় রাণীকে বিয়ে করে আনার পর থেকেই এই সব কুট্‌নীরা কুটুর কুটুর শুরু করে। গুজুর গুজুর করতে থাকে। এক কুট্‌নী আর এক কট্‌নীকে সামনে পেলেই বলে- তা যে যা-ই বলুক বাপু, রাণীটা কিন্তু বড্‌ডো সেকেলে। একেবারেই আদিম যুগের মানুষ। নামাজ পড়ে, তসবিহ টিপে, বোরকা লাগায়। চৌদ্দগজ কাপড় প'রে পোঁটলা হয়ে বসে থাকে ঘরের কোণে। এর উপর আবার শুনেছি, রাণীটা কোন রাজকন্যাও নয়। একজন আলেম মানুষের মেয়ে। বাপটা একটা বড়ো সড়ো পন্ডিত আর মেয়েটা খুদ রূপবতী। ব্যস্ ! এইটুকুই ঐ দুইবাপবেটির পুঁজি। আর কিছুই নেই। না দালান কোঠা, না ধন দৌলত। শুধুই রূপ দেখে বিয়ে করেছে রাজা। এখন তুমি বলো, এমন মেয়ে কি রাণী হলে মানায়?

সংগে সংগে অন্য কুট্‌নীটা সায় দিয়ে বলে- ঠিক বলেছো- ঠিক বলেছো। রাণী হবে রাজার মেয়ে রাজকন্যা। কোন ঘুঁটে কুড়োনীর বেটি রাণী হলে কি মানায়? কখ্‌খনো মানায় না। তা ছাড়া, এ রাণীটা আবার হলো গিয়ে আস্তো একটা কুনোব্যাঙ। ঘরছেড়ে বাইরে তেমন আসেইনা। ঘরের কোণে বসে বসে কেবলই তসবিহ টিপে। ছিঃ! ঘেন্নয় আর বাঁচিনে। এটা কি রাণীর কাজ?

আগের কুট্‌নীটা আবার বলে- তাহলে তুমিই বলো, ঘেন্নার কথা নয় কি?

পরের কুট্‌নীটা গলায় জোর দিয়ে বলে- একশোবার ঘেন্নার কথা। রাজবাড়ী কি কোন ফকির দরবেশের আস্তানা যে, দুই বেলা বসে কেবল আল্লাহ আল্লাহ করবে? রাজ-রাণী যে হবে সে জল্‌সা-জলুসে যাবে, রাজদরবারে বসবে, রাজবাড়ীর চারদিকে নেচে গেয়ে বেড়াবে। এক কথায়, রাজবাড়ীটা উজালা করে রাখবে। তা নয় তো এ আবার কোন সং? এ কাকে রাণী করে আনলো আমাদের রাজা? পাগল- পাগল, রাজাটা এক্কেবারে বদ্ধ পাগল!

চারপাশে সব সময় এই রকম কাটুর-কুটুর, ফাসুর ফুসুর চলতে থাকলে কতদিন আর ঠিক থাকে রাজাটা! শেষমেশ ওদের কথাতেই কান

www.pathagar.com

দিলো রাজা। ওদের মতেই মত দিলো। আর তাই, বড় রাণীকে বিয়ে করার একটা বছর না পুরোতেই বিয়ে করলো আর একটা। এবার রাজা বিয়ে করলো রীতিমতো এক রাজার মেয়ে রাজকন্যাকে। যেমন তেমন নয়, এক ডাক সেটে রাজকন্যাকে।

এই রাজকন্যাটি জব্বোর এক আধুনিকা। এক অতিশয় আধুনিক মেয়ে। রূপ তেমন নেই। তবু যেমনই তার অহংকার, তেমনই তার দেমাক। গরবে পা পড়েনা মাটিতে। পরোয়া করেনা কাউকেই। রাজাকেও নয়। ওদিকে আবার তার সাজগোজ আর সখ আহ্লাদের বহর দেখলে, তাক্ লেগে যায় সবাই। সব সময় থাবাথাবা রং মাখে চেখে মুখে। গয়না পরে গাদা গাদা। বগল কাটা জামা পরে ঘুরে বেড়ায় সবখানে। নাচে গানে সে মাতিয়ে রাখে রাজবাড়ী। মাতিয়ে রাখে বদ্‌লোকদের। ছোট রাণীর এই রঙ্গো দেখে তালি বাজায় বদলোকেরা। আর ঐ কুট্‌নিরা? ফোঁক্‌লাদাঁতে কুট্‌নিরা তো হেসেই খুন। এখন সৎলোক আর ঈমানদারেরা করবে কি? তারা মুখঢাকে শরমে। মাথায় হাত দিয়ে বলে- হায় আল্লাহ! একি গজব এসে ঘাড়ে চাপলো আমাদের।

এইভাবেই দিনকেটে যেতে লাগলো। অল্পদিনেই তিন তিনটে কন্যা এলো রাজার ঘরে। বড় রাণী এক কন্যার আর ছোট রাণী দুই কন্যার জননী হলো। এই তিন কন্যাই প্রায় এক বয়সের। খুব লাগালাগী আর পিঠাপিঠি জন্ম হয় এদের। জন্মের পর রাজা এদের নাম রাখে রোকেয়া বেগম, রাহিমা বেগম ও তহমিনা বেগম। বড়রাণীর মেয়ের নাম রোকেয়া বেগম। ছোটরাণীর এক মেয়ের নাম রাহিমা বেগম আর অন্যটির নাম তহমিনা বেগম।

নাম শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে ছোটরাণী। দাঁদে দাঁত পিষে বলে, কি এত বড় কথা? আমার মেয়েদের নাম হবে ঐ সেকেলে আর বাসী যুগের বুনো নাম? কাভভি নেহী, ঐ সব নাম মানিনে। আমার মেয়েদের নাম হবে ফুলের মতো ফুরফুরে। ফুঁ দিলেই উড়ে উঠে এমনই আধুনিক নাম। ঐ রাহিমা তহমিনা চলবেনা। আমি ওদের নাম রাখলাম রুম্পা আর তুম্পা। বড়টার নাম রুম্পা আর ছোটটার নার তুম্পা সেরেফ রুম্পা আর তুম্পা। কোন বেগম বানু নয়। আর কোন আবর্জনা ওদের নামের সাথে থাকবে না।

www.pathagar.com

তাই হলো। সেই থেকেই ছোটরাণীর মেয়ে দুটির নাম হলো রুম্পা আর তুম্পা। বড়রানীর মেয়ের নাম রোকেয়া বেগমই রইলো। স্বামীর রাখা নামটাই ঠিক রাখলো বড়রাণী।

দিন বসে রইলোনা। দিনে দিনে রাজকন্যারা তিনজনই বড় হয়ে গেল। শুধুই কি বড় হলো? বড় হওয়ার সাথে সাথে নিজ নিজ মায়ের গুণ লাভ করলো রাজকন্যারা। পুরোপুরি মায়ের গুণ। বড়রাণীর মেয়ে রাজকন্যা রোকেয়া বেগম তার আম্মার সবগুলি গুণতো লাভ করলোই, কোন কোন বিষয়ে তার আম্মকেও ছাড়িয়ে গেল। রূপের বেলায় রোকেয়া শুধু তার আম্মার মতোই রূপবতী হলোনা, আম্মার চেয়ে এতবেশি রূপবতী হলো যে, রাজকন্যা রোকেয়ার রূপের সুখ্যাতি দশ মল্লুকে ছড়িয়ে গেল। ও দিকে আবার রোকেয়ার আম্মার আব্বা ছিল একজন নামকরা আলেম। জব্বোর বিদ্যান ব্যক্তি। রোকেয়ার আম্মারও তাই বিদ্যা ছিল অনেক। রোকেয়াও এখানে কম গেলনা কিছু। সেও তার মায়ের মতোই অনেক অনেক বিদ্যা শিক্ষা করলো।

আর নামাজ রোজা? মানে পরোকালের কাজ? ওরে বাপরে বাপ। এখানেও রোকেয়া আবার তার আম্মাকে ছাড়িয়ে গেল। নামাজ রোজা পর্দা পূষিদা এসব যা করার তা-তো রীতিমতো করেই, সেই সাথে রোকেয়া এতো বেশী কোরানশরীফ পাঠ করে যে, তা দেখে রাজবাড়ীর তামাম লোক তাজ্জব। ধন্যধন্য করে সবাই। আল্লাহর প্রতি রোকেয়ার ভক্তি দেখে ভাল ভাল লোকেরা একবাক্যে বলে, নারে বাপু, যে যা বলে বলুক, এই মেয়েটাকে কিন্তু আল্লাহতায়ালা নিজের হাতে গড়েছেন । আল্লাহর একদম খাস বান্দা। সাব্বাস বেটি সাব্বাস।

আর রুম্পা তুম্পা? ওরে বাপরে। তারা আবার আলাদা চিজ! ঐ যে কথায় বলে- "যেমন গাছে তেমন ফলে।" ঠিক সেই ঘটনা। তারাও ঠিক ঠিক তাদের মায়ের মতো হয়েছে। শুধুই মায়ের মতো নয়। অনেক ক্ষেত্রে তারা তাদের মাকে অনেক বেশী ছাড়িয়ে গেছে।

মায়ের চেয়েও অনেক বেশি অহংকারী। অনেক বেশি বেয়াড়া। রূপ নেই, তবু রূপ নিয়ে তাদের সেকি গরব। বাটি বাটি রং গালে মুখে মেখে তারা লোকজনকে ডেকে বলে, দেখো দেখি, আমার চেয়ে বেশি রূপসী আরকি কেউ থাকতে পারে কোথাও।

www.pathagar.com

সেই সাথে তাদের স্বভাব চরিত্র মায়ের চেয়েও অনেক বেশি খারাপ। পর্দার ধারতো ধারেইনা, ঘরেও তারা থাকে না। সব সময় সবখানে ধেই ধেই করে নেচে বেড়ায়। কোটাল সেপাই, দ্বারী প্রহরী কিছুই তারা

www.pathagar.com

বাছেনা। যখন যাকে সামনে পায়, তার সাথেই আড্ডা মারে সারাবেলা। বেহুদার মতো হাসাহাসী আর নাচানাচি করে। অনেকদিন অনেকরাত পর্যন্ত বাইরে বাইরে থাকে, ঘরে ফিরে আসেনা। কোন কোন দিন রাস্তাপথের লোকের সাথেও তাদের ইয়ারকী মারতে দেখা যায়।

এসব দেখে রাজার উজির নাজির আর রাজ দরবারের লোকেরা বার বার রাজাকে বলে-হুজুর আপনার মান সম্মান বলে কিছু রাখছেনা আপনার ঐ ছোটরাণীর মেয়ে দুটো। ওদের আপনি সামলান।

রাজা আর সামলাবে কি। ছোটরাণী রাজার মেয়ে। সে রাজকন্যা বড় রাণীর মতো সাধারণ ঘরের মেয়ে নয় ছোটরাণী। তাই তার দাপটে রাজা তো সব সময়ই কম্পমান। ঐ মেয়ে দু'টিকে কিছু বলতে গেলেই তেড়ে আসে ছোটরাণী। রাজাকে ধমক দিয়ে বলে- থামো। তোমার বড়রাণীর মেয়েটার মতো আমার মেয়েরা কি কুনো ব্যাঙ? নাকি তারা ঘরের ইদুঁর-আরগুলো যে, সব সময় ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে থাকবে? আধুনিক যুগ এটা। আমার মেয়েরা আধুনিক যুগের মেয়ে। জ্ঞানে গুণে আর চলনে-বলনে তাদের সমকক্ষ কি আর কেউ আছে তোমার রাজ্যে? এ জন্যে বাইরে তাদের কত সুনাম আর অনেকের কাছে কত তাদের কদর- এসব খবর কি রাখো কিছু?

রাজা ঢোক চিপে বলে- কিন্তু-

ফের গর্জে উঠে ছোটরাণী। বলে- খবরদার! কিন্তু-কিন্তু করবে না। তোমার ঐ বড় রাণীর মেয়ের মতো আমার মেয়েরা ঘরের কোণে পড়ে থাকলে, তাদের কি কেউ চিনবে না জানবে? ঘরের বাইরে গিয়ে কিছুটা দৌড় ঝাঁপ না করলে চলবে কেন? বড় ঘরে কি বিয়ে দিতে হবেনা তাদের? এযুগে সেকেলে মেয়েদের কি ঠুকে কেউ?

বেচারা রাজা আর করবে কি? রাজা তখন চুপ মেরে যায়।

রাজা চুপ মেরে গেলে কি হবে? চুপ থাকেনা ছোটরাণী আর তার দুই মেয়ে রুম্পা আর তুম্পা। বড়রানী আর তার মেয়ে রোকেয়াকে দুই চোখে দেখতে পারে না তারা। সব সময় বড় রাণী আর রোকেয়ার উপর গজর

www.pathagar.com

গজর করতে থাকে ছোটরাণী আর তার মেয়েরা। ছুতোনাতা কোন দোষত্রুটি পেলে তো আর কথাই নেই। গর্জনে আর গোলমালে গোটা অন্দরমহলটা জাহান্নাম বানিয়ে ফেলে তারা। এর সাথে, রোকেয়ার রূপের আর স্বভাব চরিত্রের খ্যাতি সবখানে শুনে শুনে রুম্পা তুম্পারা দুইজন হিংসায় সর্বক্ষণ জ্বলে পুড়ে মরে। জ্বলে পুরে মরে তাদের মা টাও। কিভাবে রোকেয়াকে আচ্ছামতো জব্দ করা যায়, সেই সুযোগ খুঁজতে থাকে সব সময়।

সুযোগটাও চলে এলো অল্পদিনেই। কেউ কেউ বলে, ভাল লোকেরা বেশী দিন বাঁচেনা। কথাটা ঠিক নয়। যার যতদিন হায়াত, সে ততদিনই বাঁচে। বড়রাণীর হায়াত বেশি ছিলনা। তাই অল্প একটু জ্বরেই হঠাৎ করে মারা গেল বড় রাণী। এতে করে রোকেয়াটা একদম এতিম হয়ে গেল। বড়রানীটা মারা যাওয়ায়, ছোটরাণী আর তার মেয়েদের আনন্দ তখন দেখে কে? বড়রাণী মারা যাওয়ার সাথে সাথে রুম্পা আর তুম্পা তো আনন্দে নাচতে লাগলো দুই হাত তুলে।

ওদিকে আবার কথায় বলে, "সতীন ম'লো ভালোই হলো, দুইখানা কাঁথা আমার হলো"। ছোটরাণীর আনন্দটা কিন্ত এ জন্যে নয় তেমন। রুম্পা তুম্পার আনন্দও মায়ের সতীন মারা গেল বলে নয়। তাদের সবার অধীক আনন্দটা হলো, তারা রোকেয়াকে আচ্ছামতো শায়েস্তা করার সুযোগ পেলো বলে।

ফলে বড়রাণী মারা যাওয়ার পর, রাজকন্যা রোকেয়া বেগম পড়ে গেল অশেষ দুঃখকষ্টের মধ্যে। ছোটরাণী ও তার কন্যারা রোকেয়া বেগমের উপর চরম অত্যাচার শুরু করলো। রোকেয়াকে তখনই তারা রাজ প্রাসাদের ভাল ঘর থেকে বের করে দিলো। তাকে স্থান দিলো ভাল ঘরের এক পাশে একটা সাধারণ ঘরে। রোকেয়ার খাওয়া দাওয়া আর পোষাক পরিচ্ছদও আর আগের মতো রইলো না। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে তার কপালে জুটতে লাগলো রাজখানা আর রাজ পোষাকের পরিবর্তে সাধরণ খাবার আর সাধারণ কাপড় চোপড়। এর সাথে ছোটরাণী ও তার মেয়েরা

www.pathagar.com

রোকেয়াকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিতে লাগলো অতি সামান্য দোষ পেলেই বা বিনা দোষেই।

মেয়ে দুটিকে নিয়ে ছোটরাণী রাজাটাকে ইতিমধ্যেই ভেড়া বানিয়ে ফেলেছিল। ছোটরাণীর ইচ্ছার বিরূদ্ধে কথা বলার সাহস ছিলোনা রাজার। তাই, রোকেয়ার দুঃখ কষ্ট নীরবে দেখা ছাড়া রাজার কিছু করার সাধ্য ছিলনা।

ছোটরাণী আর তার দুই মেয়ে রুম্পা তুম্পা রাজকন্যা রোকেয়াকে এর চেয়েও আরো অনেক দুঃখ কষ্ট দিতো। কিন্ত রাজবাড়ীর কয়েকজন পুরাতন ঝি আর রেকেয়ার নানার বাড়ী থেকে আসা অনেক দিনের পুরনো চাকর জহিরউদ্দিন মিয়া রোকেয়ার পিঠের উপর শক্ত হয়ে থাকায়, ঐ তিন মা বেটি রোকেয়াকে আরো বেশী দুঃখ কষ্ট দেয়ার সুযোগ পেলোনা। এ ছাড়াও তাদের ভয় ছিল আর একটা। লোকে বলে, ঠ্যালার নাম বাবাজী। রাজাটা ভেড়া হয়ে থাকলেও রাজার মন্ত্রী, সেনাপতি আর সৈন্যেরা কেউ ভেড়া হয়ে ছিলনা। এরা সবাই চরম অসন্তুষ্ট ছিল ছোটরাণী আর তার মেয়েদের উপর। রোকেয়াকে আরো বেশী কষ্ট দিতে দেখলে, এই সেনা সৈন্যেরাও ঐ মা বেটিদের ছেড়ে কথা বলতো না ।

কিন্ত দুঃখ যাদের কপালের লিখন, তাদের দুঃখকষ্ট এক ধাক্কাতেই যায়না। মায়ের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই আর একটা ধাক্কা খেলো রোকেয়া। অর্থাৎ রোকেয়াও মরতে মরতে বেঁচে এলো।

সে এক দুঃখ জনক ঘটনা। বজরায় চড়ে, মানে সাজানো গুছানো বড় নৌকায় চড়ে রোকেয়া তার নানার বাড়ীতে যাচ্ছিল। হঠাৎ এক ঘূর্ণী বাতাস এসে বজ্‌রাতে লাগায়, বিপুল বেগে দুই তিনটা পাক খেলো বজ্‌রাটা। রাজকন্যা রোকেয়া তখন বজরার ছইয়ের উপর বসেছিল। বজ্‌রাটা পাক খেতেই রোকেয়া বেগম ছই থেকে ছিটকে পড়ে গেল মাঝ নদীতে। সাঁতার জানতো না রোকেয়া। সে যে পানিতে পড়ে গেছে, বজ্‌রার কেউ তা টেরও পেলো না। এর ফলে, রোকেয়া ক্রমেই পানির তলে তলিয়ে যেতে লাগলো।

www.pathagar.com

নসীবের জোরে আর একটা বড় বজরা সেখানে এসে হাজির হলো তখনই। ঐ বড় বজ্‌রার এক নওজোয়ান, মানে যুবক, তা দেখতে পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো পানিতে। ঐ যুবক রোকেয়াকে উদ্ধার করে রোকেয়াকে তুলে দিলো রোকেয়ার নিজের বজরায়। এতক্ষণে রোকেয়ার বজরার লোকেরা আর মাঝিমাল্লারা বুঝতে পারলো ঘটনাটা। ঐ সময় ঐ বড়

www.pathagar.com

বজরাটা ওখানে না এলে, ঐ দিন পানিতে ডুবেই মারা যেতো রাজকন্যা রোকেয়া বেগম।

যাহোক, এমন মহামুসিবত, অর্থাৎ মৃত্যু ঘটতে পারে- এ রকম কোন বড় মুসিবত রোকেয়ার জীবনে আর আসেনি। তবে ছোটখাটো বিপদ মুসিবত তো তার নিত্য দিনের সাথী। ওটা লেগেই আছে সবসময়। এখন তার বড় মুসিবত একা হয়ে যাওয়াটা। আম্মা মারা যাওয়ার পর থেকে রোকেয়া একদম সঙ্গীহীন হয়ে গেছে। একমাত্র বৃদ্ধ চাকর জহিরউদ্দীন মিয়া আর দুই একজন বিশ্বাসী ঝি-চাকরাণীর সাথে দু'চারটে কথা বলা ছাড়া, কথা বলারও কোন লোক আর তার পাশে নেই। দিনরাত বোবা হয়ে সে ঘরের কোণে বসে থাকে একা একা।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলে? দিনের পর দিন বসে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠলো রোকেয়া। তাই হাঁপ ছাড়ার জন্যেই বাধ্য হয়ে সে এখন ঘরের বাইরে আসে। পর্দা-আব্রু করেই ঘর থেকে বেরোয়। তবে রুম্পা-তুম্পাদের মতো রাজবাড়ীর বাইরে সে কখনো যায়না। রাজবাড়ীর ভেতরেই যে ফুল বাগান আছে, রোকেয়া এখন মাঝে -মধ্যে ঐ ফুলবাগানে আসে। বসার জন্যে ফুলবাগানে বেশ কয়েকটা পাকা আসন বানানো আছে। বাগানে এসে তারই একটাতে চুপচাপ বসে থাকে রোকেয়া। বসে থেকে একমনে তার আম্মার কথা ভাবে। ভাবে তার নিজের কথাও। ভবিষ্যতে তার কপালে কি আছে, কে জানে!

সেদিন সকালে একটা মস্তবড় ঝড় হয়ে গেল। খুব ভয়ানক ঝড়। অনেক গাছ পালা উপড়ে গেল, অনেক ডালপালা ভেংগে গেল। ঝড়ের সাথে বৃষ্টিও হলো এক পশ্‌লা। তার পরে সারাদিন তাঁ- তাঁ রোদ। কাঠ ফাটানো রোদ আর কি! গরম পড়লো বেজায়।

বিকেলে রোদটা পড়ে গেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো রোকেয়া বেগম। চলে এলো ঐ ফুল বাগানে। এসেই সেদিন দেখে, তার দুই সৎবোন রুম্পা আর তুম্পাও এসে সেখানে হাজির। কিন্তু বসার আসনগুলো নোংরা হয়ে গেছে। ঝড়ে অনেক ধূলোবালী আর খড়পাতা উড়ে এসে জমা হয়েছে আসনগুলোতে। মালীকে ডাকার জন্যে রোকেয়া

www.pathagar.com

মুখ তুলতেই দেখতে পেলো-একটা আসনের উপর তুম্পা একটা বাঁশ তুলেছে মস্তবড়। তার চোখে মুখে সেকি রাগ! কি যেন মারতে চায় তুম্পা।

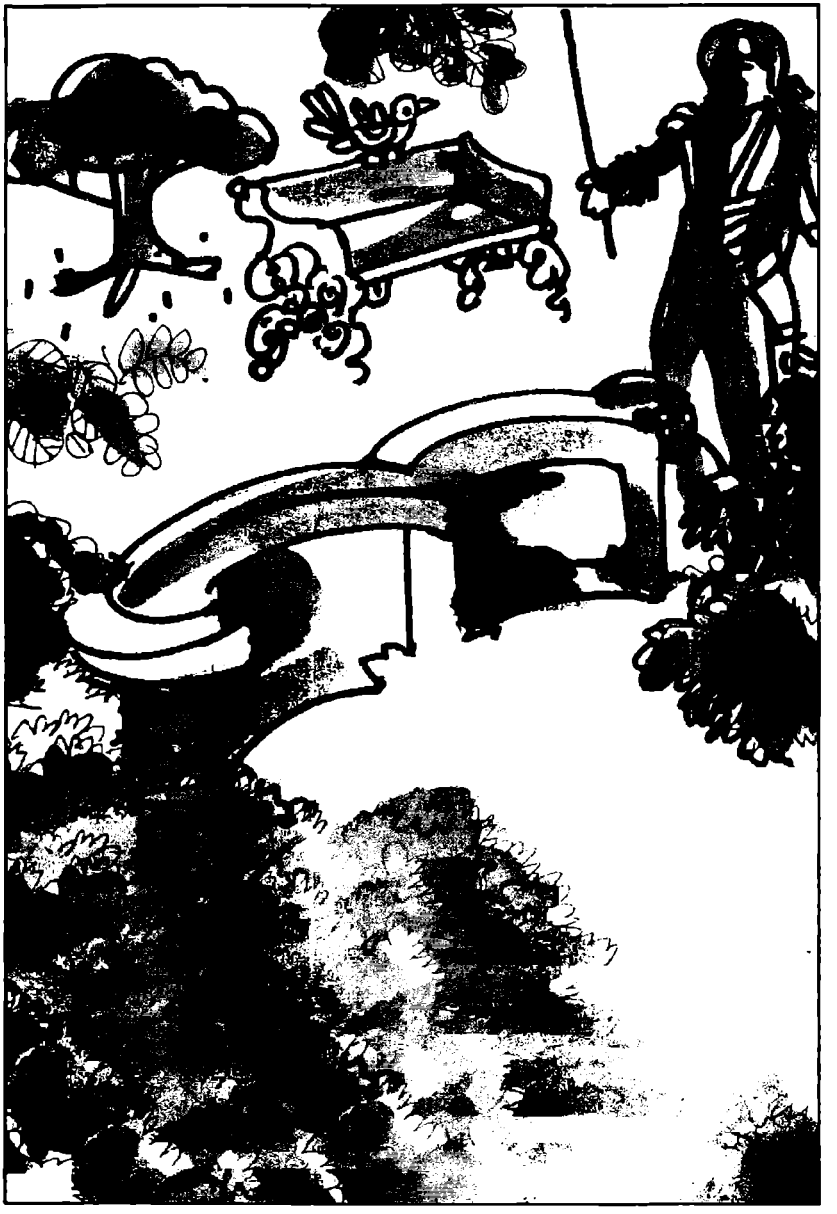

www.pathagar.com

তা দেখে রোকেয়া চমকে উঠে প্রশ্ন করলো- কিরে তুম্পা? কি উঠেছে ঐ আসনে? সাপ টাপ নাকি?

বাঁশটা একটু নামিয়ে তুম্পা ঘৃণাভরে বললো-না। সাপ হলে তো অমনি অমনি নেমে যেতো। এটা পাখীর একটা নোংরা ছানা। এত তাড়াচ্ছি, তবু কিছুতেই আসন থেকে নামছেনা। পায়খানা টায়খানা করে আসনটা বুঝি নোংরা করেই ফেলবে। পাজী, বজ্জাত, তোকে আমি একদম শেষ করে ফেলবো!

আবার বাঁশ তুললো তুম্পা! রোকেয়া এবার দৌড়ে গিয়ে পাখীর ছানাটাকে আড়াল করে দাঁড়ালো। ব্যস্তকণ্ঠে বললো- করিস কি! অসহায় একটা পাখীর ছানাকে তুই বাঁশ দিয়ে মারবি? সকাল বেলার ঐ ঝড়টা এটাকে এখানে এনে ফেলেছে নিশ্চয়ই। দেখছিস না, এক্কেবারে একটা বাচ্চা পাখী! ভাল করে উড়তেই শেখেনি বোধ হয়?

তুম্পা ক্রোধভরে বললো- শিখেনি তো কি হয়েছে? না মেরে ফেলে ওকে কি আমি সোহাগ করবো?

রোকেয়া বললো- সোহাগ করবি কেন? আসনটা থেকে তুলে ওটাকে একটা গাছের ডালে বসিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। টের পেলে বাচ্চাটার মা এসে ওকে নিয়ে যাবে। অকারণে বা তুচ্ছ কারণে একটা জীবন নাশ করা মস্তবড় গুনাহর কাজ, বুঝলি?

রাগে নাক-মুখ বাঁকা করে তুম্পা বললো -কি বললি? আমি হাত লাগাবো দুর্গন্ধময় ঐ ছানাটার গায়ে? আমাকে এতটাই নোংরা আর ম্লেচ্ছ ভাবিস্ তুই? সর দেখি সামনে থেকে। ওটাকে আমি একদম শেষ করেই দিই।

তুম্পা আবার বাঁশ তুলতেই রোকেয়া বললো-থাক-থাক, তোকে আর কিছুই করতে হবে না। আমিই ওটাকে সরিয়ে দিচ্ছি ওখানে থেকে।

এই বলে রোকেয়া এবার পাখীর ছানাটাকে তুলে নিলো নিজের হাতে। ছানাটা বেশ বড়োসড়োই। কোন এক বড় জাতের পাখীর বাচ্চাটার বোধহয় পানির তেষ্টা পেয়েছে। পেতে তো পারেই! যে রোদ গেল সারাদিন! ছানাটা হয়তো সকাল থেকেই পড়ে আছে এখানে।

www.pathagar.com

এটা বুঝতে পেরেই পাখীর ছানাটা হাতে নিয়ে রোকেয়া ছুটে গেল তার ঘরে। ছানাটার মুখে পানি দিতেই ছানাটা চুক্‌চুক্‌ করে অনেক পানি খেয়ে নিলো এক নাগাড়ে। পানি খাওয়ার পরে ছানাটা অল্প একটু থামলো। এরপর আবার বার বার হা করতে লাগলো। রোকেয়া এবার লক্ষ্য করলো, ছানাটার পেটে কিছুই নেই। একেবারে শুকিয়ে আছে পেটটা। এতে করে রোকেয়া আবার বুঝতে পারলো, নিশ্চয়ই খুব ক্ষুধা পেয়েছে ছানাটার। নইলে আবার পুনঃপুনঃ হা করবে কেন? ক্ষুধা তো পাবেই। সারাদিন তো খাওয়া নেই তার। মা পাখীটা কাছে নেই, খাওয়াবে কে একে?

রোকেয়া তখনই বিশ্বাসী চাকর জহির উদ্দীন মিয়াকে ডাকদিয়ে বললো-দ্যাখোতো জহির চাচা, গম, ছোলা বা সরষে টরষে কোথাও কিছু পাও কিনা? যা পাও, শিগগির আনো তো।

জহির মিয়া প্রশ্ন করলো-কেন আম্মাজান, এই পাখীকে খাওয়াবেন বলে?

রোকেয়া বললো-হ্যাঁ চাচা পানি খাইয়েছি তাতে এর তৃষ্ণাটা মিটেছে। কিন্তু ক্ষুধা তো মিটেনি। বনের পাখী। মাঠ ক্ষেতের ফসলই এরা খায় মনে হয়। আনতো দেখি, খায় কিনা।

জহির মিয়া অতি দ্রুত একটা বাটিতে করে অনেকটা গম, সরষে ও ছোলা এনে রোকেয়ার হাতে দিলো। রোকেয়া বাটিটা পাখীর ছানাটার মুখের কাছে ধরতেই সে গজগজ করে গম-ছোলা-সরষে সবই খাওয়া শুরু করলো এবং খেতে খেতে প্রায় অর্ধেকটাই খেয়ে ফেললো। পেটটা টনটনে হয়ে গেলে তবে ছানাটা বন্ধ করলো খাওয়া। বুঝা গেল, এ পাখীটা ক্ষেতের ফসলই খায়। আবার ছানাটার মুখের সামনে পানি তুলে ধরলে, এবার অল্প কিছু পানি খেয়ে আরামে চোখ বুঁজলো ছানাটা। ঠোঁট লুকালো পাখার মধ্যে।

তা দেখে জহির মিয়া মুচকি হেসে বললো -এবার কি করবেন আম্মাজান? ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটে যাওয়ায় আরামে ছানাটার চোখে ঘুম এসে গেছে।

www.pathagar.com

রোকেয়া বেগম বললো- কি আর করবো? এটাকে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের ডালে বসিয়ে দিয়ে আসি। মা-পাখীটা যদি টের পায়, তাহলে সে তার বাচ্চাটাকে নিয়ে যাবে।

তাই করলো রোকেয়া। পাখীর বাচ্চাটাকে একটা গাছের ডালে বসিয়ে দিতে গেল। কিন্তু ওমা। একি কান্ড! গাছের ডালে বসিয়ে দিয়ে হাত টান দিতেই পাখীর বাচ্চাটা আবার তখনই পড়িমরি উড়ে রোকেয়ার হাতে এসে বসলো। দ্বিতীয় বার বসিয়ে দিতেই ঐ একই কান্ড ঘটলো। তৃতীয়বারেও ঐ একই ব্যাপার। যতবারই গাছের ডালে রাখতে চায় পাখীর বাচ্চাটাকে, ততবারই বাচ্চাটা উড়ে এসে রোকেয়ার হাতে বসে। উড়তে পারেনা ভাল মতো, তবু পড়তে পড়তে উড়ে এসে রোকেয়ার হাতে বসে। শেষের দিকে হাত থেকে আর ছাড়াতেই পারলোনা বাচ্চাটাকে। দুই পায়ের নখ দিয়ে রোকেয়ার হাতটা সে আঁকড়ে ধরে রইলো।

সাথেই ছিল চাকর জহির মিয়া। তা দেখে সে বললো –ও আর যাবে না আম্মাজান। আপনার আদর যত্ন জব্বোর ভাল লেগেছে ওর। ইতিমধ্যেই আপনার প্রতি ঐ ছানাটার মনে পরম বিশ্বাস জন্মে গেছে। আপনাকে সে পরম বিশ্বাসী মনে করে নিয়েছে। আপনার কাছে থাকলে ও নিরাপদে আর সুখে শান্তিতে থাকতে পারবে-এমনই একটা বিশ্বাস পয়দা হয়েছে অন্তরে তার।

রোকেয়া বললো- তাইতো দেখছি চাচা। এতো আর আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে না। বুঝতে পারছি, এ আমার কাছেই থাকতে চায়।

জহির মিয়া বললো- তো আর বলছি কি? ও আর যাবে না। আপনার কাছেই থাকতে চাচ্ছে বাচ্চাটা।

একটু চিন্তা করে রোকেয়া বেগম বললো-ঠিক আছে, থাকুক। আমি একে পুষবো। এতই যখন আমার প্রতি এর বিশ্বাস, আমাকে যখন পরম বিশ্বাসী মনে করে, আজ থেকে আমিও এর নাম রাখলাম মুমিন। মুমিন মানে জানোতো? মুমিন মানে পরম বিশ্বাসী।

সেই থেকেই পাখীটার নাম হলো মুমিন আর সেই থেকেই ছানাটাকে পুষতে লাগলো রাজকন্যা রোকেয়া বেগম।

www.pathagar.com

ঘরে ফিরে এসে পাখীর ছানাটার জন্যে মস্তবড় একটা লোহার খাঁচা বানিয়ে নিলো রাজকন্যা রোকেয়া। সেই খাঁচার মধ্যে রেখেই ছানাটাকে পুষতে লাগলো সে। পাখীটা উড়ে চলে যাবে-সে ভয়ে নয়, কুকুর বিড়ালেরা পাখীর ছানাটার উপর হামলা করতে পারে- এই ভয়েই তাকে খাঁচার মধ্যে রাখলো।

পাখীটা ঘরে আনার পর থেকেই রোকেয়া বেগম আর একাকী রইলোনা। পাখীটাকেই সে তার সঙ্গী বানিয়ে নিলো। সে এখন পাখীটাকে খাওয়ায়। কথা বলে পাখীটার সাথে আর পাখীটাকে কথা শেখানোর চেষ্টা করে। অর্থাৎ, করার মতো কিছু কাজও সে পেয়ে গেল।

পাখীর ছানাটাও পোষ মানলো অল্প দিনেই। আগে থেকেই সে ভাল বাসতো রাজকন্যা রোকেয়াকে। রোকেয়া তাকে ঘরে এনে লালন পালন করতে থাকায়, পাখীর ছানাটা রোকেয়াকেই তার মা বানিয়ে নিলো। রোকেয়া এখন খাঁচার কাছে আসতেই ছানাটা 'কুক্‌কুক্- কুক্‌কুক্' শব্দ করতে করতে ছুটে আসে রোকেয়ার কাছে আর আনন্দে বার বার মাথা নাড়ে এবং কুক্‌কুক্- কুক্‌কুক্ করতে থাকে।

এই ফাঁকে রোকেয়াও মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে তাকে মুমিন বলে ডাকে আর তাকে কথা শেখানোর চেষ্টা করে। ছোট ছোট কথা দৈনিক বলতে থাকায়, পাখীটা সেইসব কথা বোঝার চেষ্টা করে আর মুমিন বলে ডাকলেই সে বুঝতে পারে, তাকেই ডাকা হচ্ছে।

যেতে থাকে দিন। দিনে দিনে শেষ অবধি বড় হয়ে যায় পাখীটা। বড় হওয়ার সাথে সাথে সে দেখতে বড়ই সুন্দর হয়। রোকেয়ার কথা শেখানোর চেষ্টাও ব্যর্থ হয় না। অল্প অল্প আর ভাংগা ভাংগাভাবে পাখীটাও কথা বলতে শেখে। সংক্ষেপে আর শিশুর মতো আধো- আধো ভাষায় সে এখন রোকেয়ার কথার জবাব দিতে পারে। পারবেই তো। এটা তো সাধারণ পাখী নয়। পয়গম্বর সোলাইমান (আ:) এর আমলে যে হুদহুদ পাখী ছিল, এটা অনেকটা সেই জাতের পাখী।

www.pathagar.com

হুদহুদ পাখীটা ছিল একটা গোয়েন্দা পাখী। কোথায় কি হচ্ছে, সে তা দেখতে পেতো। ভবিষ্যৎও গুণতে পারতো ঐ হুদহুদ পাখী। সেই মোতাবেক ঐ পয়গম্বর সাহেবকে সে হুঁশিয়ার করে দিতো।

এই পাখীটাও, অর্থাৎ রোকেয়া বেগমের এই মুমিনটাও ঐ রকমই একটা পাখী। হুদহুদ পাখীর মতো ভবিষ্যৎটা এত বেশী দেখতে না পেলেও, অনেকটাই এই পাখীটাও দেখতে পায় আর এখন সে রোকেয়াকেও ঐ রকমভাবে হুঁশিয়ার করে দেয়। এ পাখীটা যে অনেক কিছু আগাম জানতে পারে, রোকেয়া সেটা জানতো না। জানতে পারলো কিছু দিন পরেই।

মুমিনকে আর খাঁচার মধ্যে রাখতে হয় না। এখন সে খাঁচার বাইরে আর রোকেয়ার কাছে কাছে থাকে। রোকেয়ার হাতে বসে থাকতেই সে বেশী ভালবাসে। আসলে, রোকেয়াকে সে বিপদ-মুসিবত থেকে পাহারা দেয়। রোকেয়া এটা বুঝতে পারলো এক দিনের এক ঘটনায়।

একদিন পাখীটা রাজকন্যা রোকেয়ার ডান হাতে বসেছিল। এই সময় ছোট রাণীর এক ঝি এক বাটি পায়েস এনে রোকেয়াকে বললো- হুজুরাইন, আপনার খাওয়া দাওয়ার দু:খ দেখে ছোটরাণী সাহেবের খুব দয়া হয়েছে। তাই তিনি এই পায়েসটুকু আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি এটা খেয়ে নেবেন।

– এই বলে পায়েসের বাটিটা রেখে চলে গেল ঝিটা। পায়েসটা দেখতে খুব সুন্দর ছিল। রোকেয়ার খুব লোভ হলো তখনই পায়েসটা খাওয়ার। কিন্তু তার ডান হাতে তখন তার পাখীটা বসেছিল। তাই সে তার পাখীকে বললো-মুমিন, তুমি আমার হাত থেকে নামোতো। আমি পায়েসটা খেয়ে নিই।

হাত থেকে না নেমে পাখীটা তখনই জোরে মাথা নেড়ে ছোট শিশুর মতো আধো আধো ভাষায় বললো-খেটে নেই খেটে নেই।

রোকেয়া তাজ্জব হয়ে বললো-খেতে নেই মানে?

একইভাবে মাথা নেড়ে পাখীটা বললো- ওটা খেটে নেই।

www.pathagar.com

রোকেয়া বললো-খেতে নেই কেমন? আমি তাহলে খাবোনা ওটা?

পাখীটার ঐ একই কথা-খেটে নেই-খেটে নেই।

www.pathagar.com

রাগ হলো রোকেয়ার। মন খারাপ করে পায়েসটা না খেয়ে সে সেখান থেকে চলে গেল।

খানিক পরেই একটা বিড়াল এসে ঐ পায়েসটা খেতে লাগলো। টের পেয়ে রোকেয়া তেড়ে আসতেই বিড়ালটা তখনই দাপাদাপি করে মরে গেল। রোকেয়া সেখানে এসে পৌঁছতেই পারলো না।

তা দেখে রোকেয়া অবাক হয়ে গেল। সে বুঝতে পারলো, এ পায়েসে তীব্র বিষ মেশানো ছিল। তাকে মেরে ফেলার জন্যেই ছোটরাণী চালাকী করে এ পায়েস তাকে পাঠিয়েছিল। সেই সাথে রোকেয়া আরো তাজ্জব হয়ে গেল তার পাখীটার কথা ভেবে। ভাবতে লাগলো, পাখীটা এটা জানতে পারলো কি করে? সে কি আগাম গুণতে পারে?

পাখীটা যে আগাম গুণতে পারে, এটা রোকেয়ার কাছে একদম স্পষ্ট হলো আর এক ঘটনায়। রোকেয়া যে পথে ফুল বাগানে যায়, সেই পথের ধারে একটা ঝোপ আছে। একদিন ফুল বাগানে যাওয়ার কালে সে দেখলো, ঐ ঝোপের ধারে কিছু খড় বিছানো আছে আর সেই খড়ের উপর একটা পাখীর পায়ে কিছু সূতা জড়িয়ে গেছে। সে আর উড়ে যেতে পারছে না। সূতাটা খোলার জন্যে পাখীটা কেবলই দাপাদাপি করছে।

রোকেয়ার দয়া হলো। সূতাটা খুলে দেয়ার জন্যে সে সেই দিকে যেতে লাগলো। তার পোষাপাখী মুমিন তার হাতেই ছিল। রোকেয়াকে সেই দিকে যেতে দেখে সে শব্দ করে বলে উঠলো- যেটে নেই- যেটে নেই।

আবার তাজ্জব হলো রোকেয়া। বললো-যাবোনা?

মুমিন ফের জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললো- যেটে নেই- যেটে নেই।

কি আর করবে রোকেয়া? মুমিনের কথা শুনে সে বাধ্য হয়ে ঘুরে দাঁড়ালো সে দিক থেকে এবং পেছনে তাকাতে তাকাতে সেখানে থেকে চলে যেতে লাগলো। কিন্তু বেশীদূর যেতে সে পারলোনা। অল্প একটু যেতেই সে পেছনে চেয়ে দেখলো, ঐ ঝোপ থেকে একটা শেয়াল এসে ঐ পাখীটাকে ধরার জন্যে লাফ দিয়ে ঐ বিছানো খড়ের উপর পড়লো আর অমনি একটা বিশাল গর্তের মধ্যে শেয়ালটা হারিয়ে গেল। রোকেয়ার

www.pathagar.com

বিস্ময়ে আর অবধি রইলো না। অবাক হয়ে সে ফিরে এসে দেখে, ঐ খড়গুলোর নীচে সদ্য খুঁড়া বিশাল আর গভীর এক কূপ। কূপের উপর পাতলা করে পাটশলা বিছিয়ে তার উপর ঐ খড় ক'টা দিয়ে কূপের মুখের মুখ ঢেকে রাখা হয়েছিল। কূপটা এতই গভীর যে শেয়ালটাকে আর দেখাই গেলনা।

রোকেয়ার বুঝতে মোটেই অসুবিধা হলো না যে, কূপের মধ্যে ফেলে তাকে মেরে ফেলার জন্যে এই ফাঁদ পাতা হয়েছিল। ছোট রাণী আর তার মেয়েরা তাকে মেরে ফেলার জন্যে খুবই চেষ্টা করছে- এটা সে চাকর জহির মিয়ার মুখে শুনেছিল। কিন্তু তারা যে এতটা চেষ্টা করছে, রোকেয়া তা জানতো না।

সেই থেকেই রোকেয়া পরিস্কারভাবে বুঝতে পারলো যে, তার পাখী মুমিন আগাম গুণতে পারে। আর তাই তার পাখীকে জিজ্ঞাসা না করে রোকেয়া এখন আর কোন কিছুই খায় না, করে না বা কোনদিকেই যায় না। মুমিনের কথা মতো চলে সে সকল বিপদ এড়িয়ে যেতে লাগলো।

এদিকে ছোটরাণী আর তার মেয়েদের বেহায়াপনায়, নোংরা কাজ কর্মে আর কুৎসিৎ চালচলনে রাজ্যের ভাল মানুষেরা ক্ষেপে গেল। ক্ষেপে গেল আল্লাহ ওয়ালা ঈমানদার লোকেরা। তারা বলতে লাগলো, খোদ রাজার ঘরে এত গলদ আল্লাহ সইবেনা। এরাজ্যে গজব নেমে আসবে। সেই সাথে তারা বলতে লাগলো, তাতে রাজার তো তেমন কিছু হবে না, মরবে গরীব প্রজারা। মরুক। এত নোংরামী দেখেও তারা চুপ থাকে কেন?

হলোও ঠিক তাই। সেই বছরই পঙ্গপাল নামের এক প্রকার পোকা এসে রাজ্যের সব ফসল খেয়ে ফেললো। গাছের পাতাও খেয়ে ফেললো প্রায় সবই। এতে করে দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ লেগে গেল। খাজনা দেয়া তো দূরের কথা, প্রজাদের কারো ঘরে কোন খাবার রইলো না। পেটের দায়ে প্রজারা প্রায় সবই ফকির হয়ে গেল। গ্রামগঞ্জে কোথাও কারো ভিক্ষে দেয়ার ক্ষমতা না থাকায়, ফকিরেরা সব শহরের দিকে ছুটে আসতে লাগলো আর রাজবাড়ীর আশে পাশে ভিড় জমাতে লাগলো।

www.pathagar.com

এই ফকিরদের বয়সের কোন মাপজোক নেই। শিশু-কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ, সব বয়সের মানুষই ফকির হয়ে গেল। জোয়ান জোয়ান ছেলেদের ভিক্ষে করতে দেখলে এখন আর কেউই অবাক হয় না। এদের নিয়ে কেও কিছু বলে না।

কিন্তু চব্বিশ পঁচিশ বছরের এক যুবককে ভিক্ষে করতে দেখে শহরের অল্প বয়সী ছেলে মেয়েরা কেন যেন হঠাৎ করে ক্ষেপে গেল। ছেলেটা দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। খুবই স্বাস্থ্যবান আর ধবধবে গায়ের রং হওয়ায় ছেলে মেয়েরা তার পেছনে হল্লা করে ছুটতে লাগলো। এমন সুন্দর আর স্বাস্থ্যবান ছেলে ফকির হবে কেন, ভাল কোন কাজের ধান্দায় না থেকে ভিক্ষের ধান্দায় থাকবে কেন– এই তাদের অভিযোগ।

এই অভিযোগ নিয়ে শহরের ছেলে মেয়েরা এই তরুণ ফকিরকে তাড়া করে ফিরতে লাগলো। তার পেছনে দল বেঁধে ছুটতে লাগলো আর বলতে লাগলো- "চেংড়া ফকির ফক্ ফোকায়, মুরগী দেখে চোখ পাকায়"। "ধর ব্যাটাকে টের করে দে, ভিক্ষে করা বের করে দে"। "চেংড়া ফকির লেংড়া কর, ছিপে গেঁথে টেংরা ধর"। হাঁচা ফকির কাঁচা দাড়ি, মার ফকিরের মাথায় বাড়ী"।

ফকিরটা আগে আগে দৌড়াতে লাগলো আর ছেলেপুলের দল তাকে তাড়া করে নিয়ে তার পেছনে পেছনে ছুটতে লাগলো।

ছেলেপুলেদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে ঐ তরুণ ফকিরটা দৌড়াতে দৌড়াতে এসে রাজবাড়ীতে হাজির হলো এবং রাজবাড়ীর ভেতরের ঐ ফুল বাগানে ঢুকে পড়লো। কয়েকজন ছেলেও ঝোকের মাথায় তার পেছনে পেছনে ঢুকে পড়লো ঐ বাগানে। চাকর জহির মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে রাজকন্যা রোকেয়া ফুলবাগানে উপস্থিত ছিল তখন।

রোকেয়াকে সামনে দেখেই ঐ তরুণ ফকিরটা ছুটে এলো তার কাছে এবং একদৃষ্টে চেয়ে রইলো তার মুখের দিকে। রাজকন্যার রূপটা সে যেন গিলে খেতে চায়। ফকিরটার সুন্দর চেহারার দিকে রাজকন্যাও চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। এর পরেই রাজকন্যা ফকিরটাকে প্রশ্ন করলো-এই-এই, তুমি কে? তুমি এখানে কেন?

www.pathagar.com

ফকিরটা বললো- আমি একজন ফকির। ঐ ছেলেরা আমাকে তাড়া করে এনেছে।

রাজকন্যা এবার ছেলেদের প্রশ্ন করলো– এই ছেলেরা, তোমরা একে তাড়া করেছো কেন?

www.pathagar.com

ছেলেরা বললো-করবোই তো। এমন সুন্দর চেহারা, এমন কাঁচা বয়স আর এমন স্বাস্থ্য নিয়ে এই লোক ভিক্ষে করবে কেন? কত বৃদ্ধ আর বিমারী লোক ভিক্ষে পাচ্ছে না, আর এ ব্যাটা এসেছে তাতে ভাগ বসাতে! কাজ করে খেতে পারে না?

রাজকন্যা বললো-তাইতো-তাইতো! এই ফকির, এমন স্বাস্থ্য নিয়ে তুমি কাজ করে খাওনা কেন?

ফকিরটা বললো- কাজ কোথায় পাবো হুজুরাইন? কে কাজ দেবে আমাকে?

চেহারাটা ভাল লাগলো রোকেয়ার। সে চিন্তা করে দেখলো, তার চাকর বৃদ্ধ জহির মিয়া সব কাজ সামাল দিতে পারে না। আর একটা চাকর দরকার। একে সেই চাকর বানালে মন্দ হয়না। এই চিন্তা করে রোকেয়া ফের বললো-এই ফকির, তোমাকে যদি আমি আমার চাকরের কাজ দিই, তুমি তা করবে?

ফকিরটা নেচে উঠে বললো- জি জি, করবো হুজুরাইণ। অবশ্যই করবো। আমি রাজী।

রোকেয়া এবার তার পাখীটাকে প্রশ্ন করলো- মুমিন, একে কি আমি আমার চাকরের কাজ দিতে পারি?

পাখীটা জোরে জোরে বললো-ডিটে পারো- ডিটে পারো।

রোকেয়া খুশী হয়ে বললো-ঠিক বলছো?

পাখীটা বললো- ঠিক কঠা-ঠিক কঠা।

রোকেয়ার মনে আর কোন সন্দেহ রইলো না। সে ফকিরকে জিজ্ঞাসা করলো- তোমার নাম কি?

ফকির বললো- আমার নাম হারুনুর রশিদ।

রোকেয়া বললো-বাহ! নামটা তো বেশ। তাহলে এসো আমাদের সাথে তোমাকে আমি আমার চাকরের কাজ দেবো। এই জহির চাচা তোমাকে কাজ বুঝিয়ে দেবে, এসো-

সেই থেকে হারুনুর রশিদ নামের ঐ ফকিরটি রাজকন্যা রোকেয়া বেগমের চাকর হয়ে রাজ বাড়ীতে রয়ে গেল। দেখা গেল, একে চাকর করে রাখতে পাখীটা অমনি মত দেয়নি। আসলেই হারুনুর রশিদ খুবই সৎ স্বভাবের ছেলে। সে অত্যন্ত বিনয়ী ও কর্মঠ। কাজ ছাড়া সে আর কিছুই

www.pathagar.com

বোঝেনা। বিন্দুমাত্র কুচিন্তা বা কুমতলব যে তার মনে নেই, তার আচরণ দেখেই তা বোঝা গেল। জহির মিয়া একদিন খুশী হয়ে বললো -সত্যিই আম্মাজান আপনার পছন্দ আছে বটে! হারুণের মতো এমন ভাল ছেলে আর হয় না।

রোকেয়া আর রুম্পা-তুম্পাদের–পিতার নাম রাজা জাফরুল্লাহ। তাদের রাজ্যের নাম আলম-নগর। আলম নগরের রাজা এই জাফরুল্লাহ সাহেব একদিন তার প্রধান উজিরকে ডেকে বললো- উজির সাহেব, আমি যে বড়ই মুস্কিলে পড়ে গেলাম। আমার তিন তিনটি কন্যার বিয়ের বয়স কোনই ব্যবস্থা করতে পারলাম না আমি।

উজির সাহের বললো-চেষ্টা করেন হুজুর। চেষ্টার অসাধ্য কি আছে?

রাজা দুঃখ করে বললো-কি আর চেষ্টা করবো উজির সাহেব! আমার বড়রাণীর মেয়ে রোকেয়ার বিয়েটা একদম পাকা হয়ে ছিল। নবাগঞ্জের রাজা মুহম্মদ আলী সাহেব আমার পরম দোস্ত। তার রাজ্যটাও বিশাল। আমার রাজ্যের চেয়ে দুইগুণে বড়। সেই রাজার ঘরে রোকেয়ার বিয়েটা একদম পাকাপাকি হয়েছিল। কিন্তু আমার সেই দোস্ত মুহম্মদ আলীর ছেলেটা বাপের কথা অমান্য করায়, সে বিয়ে ভেংগে গেল। রোকেয়ার বিয়েটা তো হলো না, রুম্পা তুম্পারও বিয়ের প্রস্তাব আজ পর্যন্ত কোথাও থেকে এলো না। এখন করি কি আমি?

উজির বললো-হুজুর!

রাজা বললো- এর উপর আবার রুম্পা তুম্পা জেদ ধরেছে: তাদের বর রাজপুত্র হওয়া চাই। যেমন তেমন রাজপুত্র হলে চলবেনা। যে রাজপুত্র দেখতে খুব সুন্দর, একমাত্র তাকেই বিয়ে করবে তারা। তাদের পছন্দ মতো না হলে, সে বরকে জান গেলেও বিয়ে তারা করবেনা। এখন বুঝুন, কি সমস্যা।

উজির বললো-তাহলে এক কাজ করুন হুজুর। বাড়ী বাড়ী গিয়ে তো রাজপুত্র পছন্দ করা সম্ভব নয়, আমাদের রাজ্যের কাছাকাছি যে আটদশটা রাজ্য আছে, সে সব রাজ্যের সব রাজপুত্রকে ডেকে পাঠান। ঢোল দিয়ে, মানে ঢোল পিটে, বলে দিন-আলম নগরের রাজকন্যারা এ মাসের পনের তারিখে বর পছন্দ করবে। যে সব রাজপুত্র এই রাজকন্যাদের বিয়ে করতে ইচ্ছুক, তাদের ঐ তারিখে আলমনগর রাজপ্রাসাদে এসে জাড়ো হতে

www.pathagar.com

হবে। রাজকন্যারা যাদের পছন্দ করবে, সেই সব রাজপুত্রদের প্রত্যেককেই একলক্ষ করে স্বর্ণমুদ্রা বকশিশ দেয়া হবে।

এ কথায় রাজা আমতা আমতা করে বললো- আবার স্বর্ণমুদ্রা কেন?

উজির বললো-দিতেই হবে রাজা বাহাদুর। আপনার ঐ রুম্পা তুম্পার কলংক, মানে তাদের চরিত্রের বদনাম যে সব রাজ্যেই ছড়িয়ে গেছে। টাকার টোপ না ফেললে কি তাদের বিয়ে করতে কোন রাজপুত্র আসবে? আসবে না। টাকার টোপ ফেললে রাজপুত্রেরা সবাই 'ঘেড়ে' মাছের মতো খলখল করে ছুটে আসবে।

রাজা খুশী হয়ে বললেন-ঠিক ঠিক। ঠিক বলেছেন।

তাই করা হলো। মাসের পনের তারিখ দিন ঠিক করে রাজ্যে রাজ্যে এই ঘোষণা দিয়ে দেয়া হলো।

দেখতে দেখতে পনের তারিখ কাছে চলে এলো। এই সময় রাজা জাফরুল্লাহ তার মেয়ে রোকেয়ার কাছে এসে বললো-আম্মা, রুম্পা তুম্পার মতো এই সুযোগে তুমিও একটা রাজপুত্র পছন্দ করে নাও। নবীগঞ্জের রাজপুত্রের সাথে তোমার বিয়েটা পাকা করে ফেলেছিলাম। কিন্তু সেই রাজপুত্রটা অন্য এক মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হলো না। সে জন্যে তার বাপ তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছে। কিন্তু তা করলে কি হবে? তোমার বিয়েটা তো আর হলো না। তাই বলছি, তুমিও এবার একটা রাজপুত্র পছন্দ করে নাও আম্মা। তোমার ঘরের নীচের আঙ্গিনায় শামিয়ানা টাংগিয়ে রাজপুত্রদের বসানো হবে। রুম্পা তুম্পাদের মতো তোমাকে রাজপুত্রদের কাছে যেতে হবে না। তোমার ঘরের জানালা দিয়েই তুমি একজনকে পছন্দ করতে পারবে। তোমার পছন্দের রাজপুত্র কোনটা-চাকর জহির মিয়াকে তা দেখিয়ে দিলেই, জহির মিয়া এসে আমাদের তাকে চিনিয়ে দেবে।

একটু চিন্তা করে রোকেয়া বললো- জি আব্বাজান, তাই হবে। এবার আমিও আমার বর পছন্দ করে নেবো।

চলে এলো পনের তারিখ। শামিয়ানার নীচে লাইন করে অনেকগুলো দামী দামী চেয়ার পাতা হলো। এক এক করে ষোল ষোলটা রাজপুত্র চকমকে পোষাক পরে এসে বসে পড়লো ঐ চেয়ারগুলোতে। তবে সাজ পোষাক চক্‌মকে হলে কি হবে? এই রাজপুত্রদের একজনের চরিত্রও ভাল নয়। সবাই এরা মদখোর ও বদলোক। বাড়ীতে প্রত্যেকেরই বউ আছে

www.pathagar.com

দুই তিনটে করে। শুধু ঐ এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার লোভেই তারা চক্‌চকে পোষাক পরে ছুটে এসেছে আবার শাদি করতে।

রুম্পা তুম্পারাও দস্তুরমতো সেজেগুজে রাজপুত্র পছন্দ করতে চলে এলো রাজপুত্রদের সামনে। তারা তো রাজপুত্রদের গুণ চায়না। চায় তাদের চটকদার চেহারা আর চটক্‌দার পোষাক। তাই দেখেই রুম্পা আর তুম্পারা দুইজন দুই রাজপুত্রকে পছন্দ করে নিলো।

বাঁকী রইলো চৌদ্দ জন রাজপুত্র। এদের মধ্যে থেকে একজনকে পছন্দ করে নেয়ার জন্যে পাখী হাতে রাজকন্যা রোকেয়া এবার তার জানালার কাছে এলো। জানালার ফাঁক দিয়ে একটা রাজপুত্রের দিকে আঙ্গুল তুলে সে তার হাতের পাখীটাকে বললো –আমি বিয়ে করার জন্যে ঐ রাজপুত্রটাকে পছন্দ করতে চাই। তুমি কি বলো?

পাখীটা চমকে উঠে বললো – না-না, ওটানা– ওটা না।

আর একটা রাজপুত্রের দিকে আঙ্গুল তুললো রোকেয়া। আবার তার পাখীটা বললো–না-না, ওটানা–ওটানা।

এইভাবে একে একে বাঁকী ঐ চৌদ্দজন রাজপুত্রের দিকেই আঙ্গুল তুললো রোকেয়া। ঐ চৌদ্দজনের বেলাতেই পাখীটা ঐ একইভাবে বললো-না-না, ওটানা-ওটা না।

ক্ষেপে গেল রাজকন্যা রোকেয়া। ক্ষেপে গিয়ে বললো- ঐ চৌদ্দজন রাজপুত্রের একজনকেও যদি আমি বিয়ে করতে না পারি, তাহলে আমি বিয়ে করবো কাকে? আমার চাকর ঐ হারুণটাকে?

পাখীটা এবার নেচে উঠে বললো–করটেপারো-করটে পারো।

যারপরনেই তাজ্জব হলো রোকেয়া। আবার সে ক্ষেপে গিয়ে বললো–কি? কি বললে? আমি বিয়ে করবো আমার চাকরকে?

পাখীটা ফের বললো–করটেপারো-করটেপারো।

রোকেয়া বললো – আশ্চর্য ! কোন রাজপুত্র– উজিরপুত্র নয়, আমার বর হবে সামান্য একজন চাকর?

পাখীটা সমানে মাথা দুলিয়ে বললো-ডোষ নাই-ডোষ নাই।

কি আর করা? পাখীর কথার বাইরে তো যেতে পারে না সে! তাই চাকর হারুনুর রশিদকেই পছন্দ করলো রোকেয়া।

www.pathagar.com

শুনে রাজা জাফরুল্লাহ রেগে টং। মেয়েকে বললো–কি একজন চাকরকে বিয়ে করবে তুমি? তোমার লাজ লজ্জা নেই?

রোকেয়া জেদ ধরে বললো-তবু ওকেই আমি বিয়ে করবো। ওকে ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করবোনা।

রাজা হতাশ হয়ে বললো– কিন্তু–

এবার রোকেয়ার পক্ষ নিলো ছোটরাণী। রাজাকে সে ধমক দিয়ে বললো – খবরদার, কিন্তু- কিন্তু করবেনা। মেয়ে যাকে পছন্দ করবে, তার সাথেই তাকে বিয়ে দেবে তুমি-এইতো তোমার কথা! এখন আপত্তি করলে চলবে কেন?

ছোটরাণী কথা বলায় রাজা এবার নীরব হয়ে গেল। ছোটরাণী রোকেয়ার পক্ষে কথা বললো-রোকেয়াকে কিন্তু ভালবেসে নয়। রোকেয়াকে সে দেখতে পারেনা কোনদিনই। তার মেয়েদের বিয়ে হবে রাজপুত্রের সাথে আর রোকেয়ার বিয়ে হবে চাকরের সাথে, এই খুশীতেই ছোটরাণী কথা বললো তার পক্ষে।

সে যা-ই হোক, পরের দিনই মহাধুমধামে ঐ তিন তিনটি রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল। রাজ পুত্রকে বিয়ে করে রুম্পা আর তুম্পা হাতীতে চড়ে শশুরবাড়ীতে গেল আর চাকর হারুণকে বিয়ে করে রোকেয়া নীচু মাথায় চাকরের ঘরে ঢুকলো। এটা দেখে ছোট রাণীর আনন্দ আর ধরে না।

কিন্তু ছোটরাণীর এ আনন্দ বেশী দিন টিকলোনা। মাস খানেক যেতে না যেতেই রুম্পা ও তুম্পার বরেরা রুম্পা ও তুম্পার নাক কান গোড়া সমেত কেটে নিয়ে তাদের বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলো এবং সেই সাথে তাদের তালাক দিয়ে দিলো। মানে, ত্যাগ করলো-তাদের।

তবে অমনি অমনি তাদের বরেরা এমন কাজ করেনি। শ্বশুর বাড়ীতে গিয়েও রুম্পা ও তুম্পা বেহায়াপনা ছাড়েনি। ঘরের বাইরে এসে তারা জাত বিজাত সবার সাথেই নষ্টি ফষ্টি করতে থাকে। তাই তাদের বরেরা আর সহ্য করতে না পেরে এমন কাজ করেছে।

কাটাকান আর বোঁচা নাকে বাপের বাড়ীতে এসে রুম্পাও তুম্পা মুখ লুকালো ঘরের কোণে। সবাই জেনে ফেলবে ভয়ে তাদের বাপটা আর এ নিয়ে হৈ চৈ করলো না। কিন্তু ছোট রাণীর লাজ হলো না তবুও। রোকেয়াটা যে চাকরের হাতে পড়েছে-এই আনন্দেই সে বিভোর হয়ে রইলো।

www.pathagar.com

কিন্তু শিগ্‌গিরি সে আনন্দও মিলিয়ে গেল তার। কয়েকদিন পরেই নবীগঞ্জের রাজা মুহম্মদ আলী বেড়াতে এলো তার দোস্ত আলমনগরের রাজা এই জাফরুল্লাহর বাড়ীতে। এসেই সে জাফরুল্লাহকে বললো– আমি দুঃখিত দোস্ত। আমার বেয়াদব ছেলেটা বেঁকে. বসার জন্যেই তোমার মেয়েকে ছেলের বউ করে আমার ঘরে নিতে পারলাম না। তা তোমার মেয়ে, মানে আমার রোকেয়া আম্মার বিয়ে শাদি দিয়েছো নাকি কোথাও।

রাজা জাফরুল্লাহ ভারী কণ্ঠে বললো-হ্যাঁ দোস্ত, আমার কপাল খারাপ, তাই তার চাকরটার সাথেই মেয়েটার শাদি দিতে হলো।

রাজা মুহম্মদ আলী আফসোস করে বললো- আহারে, কি বদনসীব! তা জামাইটা কেমন হলো একটু ডাকোতো, দেখি।

তখনই রোকেয়ার বর হারুনুর রশিদকে ডাক দেয়া হলো। সেখানে এসে রাজা মুহম্মদ আলীকে দেখে হারুনুর রশিদ এবং হারুনুর রশিদকে দেখে রাজা মুহম্মদ আলী দুইজনই এক সাথে ভীষণ চমকে গেল। দুইজন দুই-জনের দিকে তাজ্জব হয়ে চেয়ে রইলো এক নিমেষ। রাজা জাফরুল্লাহ বললো-এই আমার সেই জামাই, মানে সেই চাকরটা।

রাজা মুহম্মদ আলী চীৎকার করে বলে উঠলো–আরে-আরে। চাকর বলছো কাকে? এটা তো আমারই সেই ছেলে। আমার ছেলে হারুনুর রশিদ। সে অন্য মেয়েকে পছন্দ করে রেখেছে আর তাকেই বিয়ে করবে ভেবে, আমার এই ছেলেকে আমি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। সে এসে বিয়ে করেছে এখানে? মানে, তোমার মেয়েকেই সে তাহলে পছন্দ করে রেখেছিল? কি আনন্দ-কি আনন্দ! আমার ছেলেকেও ফিরে পেলাম, আমার রোকেয়া আম্মাকেও পেয়ে গেলাম!

আনন্দে লাফালাফি করতে লাগলো রাজা মুহম্মদ আলী। এ খবর শুনে আনন্দে নাচতে লাগলো, ছোটরাণী আর তার মেয়েরা ছাড়া, রাজবাড়ীর সমস্ত লোকজন। ছোটরাণী ও তার মেয়েদের মুখ এ খবরে চুর্ণ হয়ে গেল।

হারুনুর রশিদ রোকেয়ার কাছে ফিরে এলে রোকেয়া তাকে আক্রমণ করে বললো-সে কি! তুমি এতবড় একজন রাজপুত্র, সে কথা এতদিন বলোনি কেন?

হারুনুর রশিদ বললো-কি করে বলবো। আমার আব্বা যে আমাকে কিছুই দেবেন না বলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। আমার পরিচয়ও মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন।

www.pathagar.com

রোকেয়া বললো- তাই? তাহলে আমাদের এখানে তুমি কেমন করে এলে?

হারুনুর রশিদ বললো-তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে।

রোকেয়া বললো-সেকি! তুমি তাহলে আগে থেকেই চিনতে আমাকে?

হারুনুর রশিদ বললো- আগে থেকেই- আগে থেকেই। যেদিন তোমাকে নদীর পানি থেকে উদ্ধার করে তোমার বজরাতে তুলে দিই, সেইদিন থেকেই।

চমকে উঠলো রোকেয়া। বললো-হায় আল্লাহ– সেকি। তুমিই তাহলে সেদিন তোমার বজরা নিয়ে সেখানে এসেছিলে। নদী থেকে তুলে তুমিই আমাকে আমার বজরায় উঠিয়ে দিয়েছিলে?

হারুনুর রশিদ বললো-হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমিই। সেই দিন ভিজে চুলে ভিজে কাপড়ে তোমাকে আমি দেখি। দেখে তোমাকে আমার এতই ভাল লেগেছিল যে, তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করবো না বলে সেই দিনই আমি প্রতিজ্ঞা করে বসি।

রোকেয়া বললো- বলোকি-বলো কি!

হারুনুর রশিদ বললো-কিন্তু সেদিন তোমার নাম ঠিকানাটা জেনে না নিয়ে মস্তবড় ভুল করি। সেই ভুলের জন্যেই তোমাকে খুঁজে পেতে এত কষ্ট হলো আমার।

রোকেয়ার আনন্দ তখন দেখে কে? বিপুল আনন্দে সে শব্দ করে বললো–সোবহান আল্লাহ-সোবহান আল্লাহ! আল্লাহতায়ালার করুণার শেষ নেই। সে জন্যে আমি অসংখ্য শুকরিয়া জানাই আল্লাহ তায়ালার প্রতি। সেই সাথে ধন্যবাদ জানাই আমার পোষাপাখী মুমিনকে। তাইতো তোমাকে বিয়ে করতে পাখীটা আমার বার বার জোর দিয়ে বলেছিলো। সে জোর দিয়ে না বললে তো এ বিয়েই হতো না।

এই সময় বৃদ্ধ চাকর জহির মিয়া সেখানে এসে হাজির হলো। সে বললো-সৎ কাজের পুরস্কার আল্লাহ তায়ালা নিজের হাতে দেন আম্মাজান। দুর্দিনে পাখীটাকে তুমি বাঁচিয়েছিলে। তাই তোমার দুর্দিনে সে তোমাকে সাহায্য করেছে এতটা।

এরপর রোকেয়াও হাতীর পিঠে চড়ে শ্বশুরবাড়ীতে গেল এবং সেখানে পরম সুখে দিন কাটাতে লাগলো।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

নাম: শফীউদ্দীন সরদার

জন্ম: ১৯৩৫ সনে নাটোর জেলার নাটোর থানার হাটবিলা গ্রামে।

বর্তমান ঠিকানা: তকুলপট্টি, পো:+জেলা- নাটোর,

মোবাইল: ০১৭১৯-৬১৪৪-৬৯।

শিক্ষা: ১৯৫০ সনে ম্যাট্রিকুলেশন। অতঃপর আই.এ.; বি.এ. (অনার্স); এম.এ. (ইতিহাস); এম.এ. (ইংরেজী); বি.এড. (ঢাকা); ডিপ-ইন-এড্ (লন্ডন)

কর্মজীবন : প্রাক্তন অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।

সখ: প্রাক্তন মঞ্চাভিনেতা, নাট্যপরিচালক ও রেডিও, বাংলাদেশের নাট্যকার, শিল্পী ও নাটক প্রযোজক।

সাহিত্য:

উপন্যাস (ঐতিহাসিক)

১। বখতিয়ারের তলোয়ার- প্রকাশিত
২। গৌড় থেকে সোনার গাঁ- প্রকাশিত
৩। যায় বেলা অবেলায়- প্রকাশিত
৪। বিদ্রোহী জাতক- প্রকাশিত
৫। বার পাইকার দুর্গ- প্রকাশিত
৬। রাজবিহঙ্গ- পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত
৭। শেষ প্রহরী- প্রকাশিত
৮। প্রেম ও পূর্ণিমা- প্রকাশিত
৯। বিপন্ন প্রহর- প্রকাশিত
১০। সূর্যাস্ত- প্রকাশিত

উপন্যাস (সামাজিক)

১। শীত বসন্তের গীত- প্রকাশিত
২। অপূর্ব অপেরা- প্রকাশিত
৩। চলন বিলের পদাবলী- প্রকাশিত

নাটক

১। গাজী মন্ডলের দল- প্রকাশিত
২। সূর্যগ্রহণ- প্রকাশিত
৩। বন মানুষের বাসা- প্রকাশিত
৪। রূপনগরের বন্দী- পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত
৫। ছবি- পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত
৬। মাটির সাথে মিতালী- প্রকাশিত
৭। জীবন সঙ্গীত- প্রকাশিত
৮। দীপ অনির্বাণ- প্রকাশিত
৯। কাঁকড়া কেত্তন- প্রকাশিত

রম্য রচনা

১। ঘাসকাটা গল্প- প্রকাশিত
২। চার চান্দের কেচ্ছা- প্রকাশিত

রূপকথা

১। সুলতানা দেহরক্ষী- অপ্রকাশিত

কবিতা

১। সার্বজনীন কাব্য (কবিতাগুলো বিভিন্ন - পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত)

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com